জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

হাল ফেরাতে

মার্চেই শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীর সংস্কারের কাজ শুরু হবে। দুই নদী পরিদর্শন করে জানালেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক

ঠান্ডায় বাধা

বঙ্গোপসাগরে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। ১৭, ১৮ ও ১৯ তারিখ কলকাতা-সহ উপকূলের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কমবে ঠান্ডা

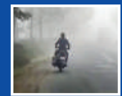

পশ্চিমাঞ্চলের থানাগুলিতে ৩৩৩ জন পুলিশের রদবদল

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দমদম রোড পাল্টে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সরণি

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৪৭ ● ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ৩ মাঘ ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 247 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 18 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সরকারি কর্মীদের কড়া বার্তা ■ গাফিলতিতে শাস্তি ■ প্রয়োজনে বরখাস্তও

কাজ করুন, আসি যাই মাইনে পাই আর চলবে না : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারি কর্মীদের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, সময়ে আসুন, নির্দিষ্ট কাজ সময়ে শেষ করুন। কাজ ফেলে রাখা যাবে না। কাজের অবহেলায় কড়া শাস্তি দেওয়া হবে। তাতেও কাজ না হলে বরখাস্তের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতেও দ্বিধা করবে না কর্তৃপক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী বুধবার স্পষ্ট করে দেন, কর্মীদের মধ্যে গয়ংগচ্ছ মনোভাব দেখা দিয়েছে। আসি যাই, মাইনে পাই এই মানসিকতা আর বরদাস্ত করবে না সরকার। মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। মানুষের অসুবিধায় পাশে দাঁড়াতে হবে। মানুষের অভিযোগ শুনতে হবে। দ্রুত সমাধান করতে হবে। এর অন্যথা চলবে না।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী রীতিমতো হোমওয়ার্ক করে এসেছিলেন। হাতে ছিল তাঁর প্রত্যেকটি বিভাগের কর্মীদের কাজের খতিয়ান। কোন বিভাগে কাজ কম হচ্ছে, মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না তা একটি একটি করে তুলে ধরেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পিডব্লুডি, পিএইচই,

- ■ কর্মী পারফরম্যান্স রিভিউ
- ■ প্রয়োজনে চাকরি থেকে বরখাস্ত
- ■ কাজ না করলে পদোন্নতি হবে না। অবসরকালীন সুবিধায় সমস্যা
- ■ পোলিং বুথে সমাধানে জোর। প্রয়োজনে ছুটিও বাতিল
- ■ জেলায় সারপ্রাইজ ভিজিটে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী।

পঞ্চায়েত, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতর, স্বাস্থ্য পরিষেবা, অনগ্রসর শ্রেণি। এছাড়াও একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে প্রান্তিকস্তরের উপভোক্তারা যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকেও সজাগ থাকার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর কাছে তথ্য রয়েছে অনেকেই শুক্রবার ২টোয় বাড়ি চলে যাচ্ছেন। আসছেন সোমবার দুপুর ১টায়। সব কাজ আটকে থাকছে এইসব কর্মীদের জন্য। এটা বরদাস্ত করা যাবে না। প্রয়োজনে এসব কর্মীদের বিরুদ্ধে কর্মচারী আইনের ৫৬জে ধারায় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব গোপালিকাকে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, কেউ যদি দুর্নীতি করে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে সরকারি কর্মীরা বাদ যাবেন কেন? কোনও কাজে ভুল অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু কাজে গাফিলতি আর বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার।

সম্প্রতি একাধিকবার বিভিন্ন দফতরে সারপ্রাইজ ভিজিট করে মুখ্যমন্ত্রী। আচমকা দফতরে ঢুকে দেখতে পান, দু'-একজন ছাড়া বেশিরভাগ কর্মী অফিসে আসেননি। সতর্ক করা হলেও কাজ হয়নি। তাই সরকারি দফতরে যথাযথ কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের পথে যেতে বাধ্য হলেন মুখ্যমন্ত্রী। সারপ্রাইজ ভিজিট হবে জেলাতেও।

২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যজুড়ে পোলিং স্টেশন ধরে ধরে চলবে জনসংযোগ কর্মসূচি। সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই বুধবার বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব। ভার্চুয়াল বৈঠকে শীর্ষ আধিকারিক থেকে শুরু করে বিডিওরাও ছিলেন। (এরপর ৭ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নদীকথা

নদী কথা বলে না?
বলে বলে!
নদী বলে জলোচ্ছ্বাসে।
শুনছো কলেবর?
দেখেছো প্লাবন?
নদীতে যখন ভরা শ্রাবণ?
ভাদুরে মাসে জলের চাদরে?
নদীর স্রোতে বৃষ্টির কণা
গড়ে তোলে কত জল ফেনা,
বালিতে ধাক্কা,
বাঁধ ভেঙে যায়,
দু'পাশে জলে টানা বিভীষিকা,
ঝরে যায় প্রাণ
পড়ে অকাতরে
সব ডুবে যায়।
অসহায় ঘর শুধু মাথা নাড়ে,
গাছপালা সব যাচ্ছে পড়ে,
নদী শুধু তখন গর্জন করে।
তার গর্জনে ধরণী মাত,
প্রতিবেশী পাড়া ভয়ে কাত।
নদীর তুফান,
নদীর বকা,
সবাই স্তব্ধ,
নদী কথা বলে একা।

চন্দ্রিমা-শশীর নেতৃত্বে পথে আইসিডিএস-আশাকর্মীরা

কেন্দ্রের বঞ্চনা

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে আইসিডিএস কর্মী ও সহায়কদের নিয়ে পথে নামল তৃণমূল। কলকাতার রাজপথে এই মিছিল থেকে আইসিডিএস কর্মী-সহায়করা বার্তা দিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার শুধুই বঞ্চনা করেছে, একমাত্র পাশে দাঁড়িয়েছেন আমাদের দিদি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আইসিডিএস প্রকল্প বন্ধের চক্রান্তে ধিক্কার দেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। (এরপর ১১ পাতায়)

■ কেন্দ্রের বঞ্চনাকে ধিক্কার ও রাজ্য সরকারকে উন্নয়নের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তৃণমূলের মিছিল।

বাংলা-পাঞ্জাবের সৌভ্রাতৃত্ব বহুদিনের, আজও অটুট

প্রতিবেদন : গুরু গোবিন্দ সিংয়ের আর্বিভাব দিবসে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকেল ৫টা ১০ নাগাদ শহিদ মিনারে গুরুজির স্মরণে আয়োজিত শিখ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই গুরু গোবিন্দ সিংকে শ্রদ্ধা জানান তিনি। একই সঙ্গে উপস্থিত শিখ সমাজের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক দীর্ঘ বছরের। যা অটুট আছে, অটুট থাকবে। বাংলায় বহু পাঞ্জাবি বসবাস করেন। তাঁরা এখন বাংলারই মানুষ হয়ে গিয়েছেন। আপনারা আমাদের সব অনুষ্ঠানে শামিল হন। আমরাও আপনাদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকি। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, আমি যখন ছাত্র রাজনীতি করতাম, তখন পাঞ্জাবের সমস্ত জেলা আমি ঘুরেছি। (এরপর ১১ পাতায়)

■ গুরু গোবিন্দের আবির্ভাব দিবস। বুধবার শহিদ মিনারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী।

প্রকাশ পুরব ছুটি

■ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের আর্বিভাব দিবস প্রকাশ পুরব উপলক্ষে আগামী বছর থেকে 'সেকশনাল হলিডে' ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বুধবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ কথা জানানো হয়েছে।

নয়া তালিকা

■ রাজ্যজুড়ে ব্লক সভাপতিদের নয়া তালিকা প্রকাশ করল দল। বুধবার সন্ধ্যায় তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমোদন সাপেক্ষে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। পুরনো পাশাপাশি প্রচুর নতুন মুখও জায়গা পেয়েছে। *(বিস্তারিত তালিকা ৬ ও ৭ পাতায়)*

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

18 January, 2024 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২২ নারায়ণ দেবনাথ (১৯২৫-২০২২) পরলোক গমন করেন। হাঁদা ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট, নন্টে ফন্টে, বাহাদুর বেড়াল, ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু, কৌশিক রায় প্রভৃতি বিখ্যাত কার্টুন চরিত্রের স্রষ্টা। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর লেখা ও আঁকা কমিকস ছোট-বড় বাঙালিকে মাতিয়ে রেখেছে। ২০২১-এ পদ্মশ্রী লাভ করেন।

২০০৩ হরিবংশ রাই বচ্চন (১৯০৭-২০০৩) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট ভারতীয় কবি এবং বিশ শতকের সূচনাকালে হিন্দি সাহিত্যজগতের 'নঈ কবিতা সাহিত্য আন্দোলন'-এর (রোমান্টিক ধারার) অন্যতম লেখক। 'মধুশালা', 'মধুবালা', ও 'মধুকলশ' এই কাব্যগ্রন্থত্রয়ীকে তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৯৯৬ নন্দমুরী তারক রমা রাও (১৯২৩-১৯৯৬) প্রয়াত হন। এনটিআর নামে জনপ্রিয়। অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক ও রাজনীতিবিদ। সাত বছর অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯২ সুবোধকুমার চক্রবর্তী (১৯১৯-১৯৯২) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার। বিখ্যাত সৃষ্টি চব্বিশ পর্বের 'রম্যাণি বীক্ষ্য'। এই বইয়ের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪৭ কুন্দন লাল সায়গল ওরফে কে এল সায়গল (১৯০৪-১৯৪৭) এদিন প্রয়াত হন। হিন্দি সিনেমার প্রথম সুপারস্টার। পঙ্কজ মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখে আত্মহারা কুন্দনলাল সায়গল। তাঁর জন্য ছবিতে পাল্টানো হয়েছিল গানের বাণীও! এজন্যই 'জীবন মরণ' ছবিতে ও রেকর্ডে সায়গল-কণ্ঠে ধরা রয়েছে যথাক্রমে 'সেই কথাটি জানি...' আর 'সেই কথাটি কবি...'। আসলে পঙক্তিটি ছিল 'সেই কথাটি কবি,/ পড়বে তোমার মনে...'।

২০১৮ চণ্ডী লাহিড়ী (১৯৩১-২০১৮) প্রয়াত হন। ব্যঙ্গচিত্রী ও লেখক। দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বাংলা কার্টুনচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২-তে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় 'দৈনিক লোকসেবক' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজে। এরপর ১৯৬১ সালে ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবে 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় কার্টুনচর্চা শুরু করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৬২-তে যোগ দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক দুই ধরনের কার্টুন আঁকতেন চণ্ডী লাহিড়ী। তিনি কার্টুন নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কার্টুনের ইতিবৃত্ত, বাঙালির রঙ্গব্যঙ্গচর্চা, গগনেন্দ্রনাথ : কার্টুন ও স্কেচ ইত্যাদি। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি রাজ্য সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের সচেতনতামূলক কার্টুনের কাজ করছিলেন। অনেকে তাঁকে বাংলার আর কে লক্ষ্মণও বলতেন।

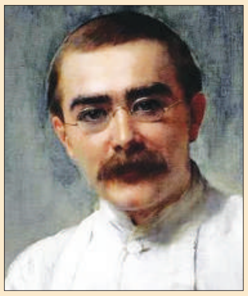

১৯৩৬ জোসেফ রুডইয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইংরেজ লেখক, কবি, সাহিত্যিক। ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত অসাধারণ শিশুসাহিত্যের জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁর অমর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে রয়েছে শিশু সাহিত্য দ্য জাঙ্গল বুক, জাস্ট টু স্টরিস, পাক অফ পুক্স হিল, কিম; উপন্যাস কিম; কবিতা ম্যান্ডালে, গুঙ্গা ডিন ইত্যাদি। এছাড়াও ১৮৯৫ সালে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা 'ইফ' রচনা করেন। ১৯০৭-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিপলিং-এর ভারত পরিবর্তনহীন ভারতবর্ষ। এই চিন্তাধারার মধ্যে প্রাচ্যবাদী উইলিয়াম জোন্স, এডমুন্ড বার্কি, কোলব্রুক, হেনরি মেইন, জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিলের রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব পরিষ্কার। যে দর্শনে মনে করা হয় ভারতবর্ষের এবং ইউরোপীয়দের উদ্ভবের আকর একই। তাই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও তার সংস্কৃতি অনেকটাই উন্নত। কিন্তু যুগের অগ্রগতির সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি হয়নি। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি একই জায়গায় এসে থেমে রয়েছে।

পাটির কর্মসূচি

মালদা জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে আইএনটিটিইউসি'র ব্লক ও টাউন সভাপতিদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি শুভদীপ সান্যাল ও অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯০৭

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. অনুশীলন, চর্চা ৪. জমিদার ৬. গমন, ভ্রমণ ৭. একেবারে নতুন ৯. বলিষ্ঠ ১২. গড়খাই, দুর্গাদির চারদিকে গভীর খাত ১৩. লোকনিন্দা ১৪. চুল কালো করবার রং।

উপর-নিচ : ১. অচঞ্চলা ২. একরকম, তুল্য ৩. অগ্রবর্তী ৫. নিনাদ, গর্জন ৮. বিষণ্ণ চিত্ত ১০. স্বার্থ, প্রয়োজন ১১. বাংলায় উইল ১২. কণ্ঠভূষণবিশেষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯০৬ : পাশাপাশি : ৪. বাড়তি ৫. অনভ্যাস ৬. পর্যটক ৮. শার্দুল ৯. রজতরেখা।
উপরনিচ : ১. প্রতিভাস ২. যোজক ৩. তারসপ্তক ৫. অমিতাচার ৬. পদশাখা ৭. ভারত।

১৭ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬২৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৫৯৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭১৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭১৫০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.০৮	৮৩.১০
ইউরো	৯১.৯৮	৯০.০৪
পাউন্ড	১০৬.৬২	১০৬.২৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কাজল

■ এমবাপে

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

18 January, 2024 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

মন্ত্রী বেচারাম মান্না আয়োজিত সিঙ্গুর মেলার উদ্বোধনে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার

আবির্ভাব দিবসে গুরু গোবিন্দ সিংকে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

হকার নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

ব্যবসায়ীদের সমস্যা মেটালেন মেয়র

প্রতিবেদন : নিউমার্কেট চত্বরের হকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আগেই পদক্ষেপ নিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। এবার মার্কেটের স্থায়ী ব্যবসায়ীদের ডেকে সমস্যার সমাধান করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। দিলেন হকার নিয়ন্ত্রণের সমাধানসূত্র। বুধবার নিউমার্কেট চত্বরে হকার নিয়ন্ত্রণে একবেলা মার্কেট বন্ধ রেখে জমায়েত করে বাজারের স্থায়ী ব্যবসায়ীদের সংগঠন জয়েন্ট ট্রেডার্স ফেডারেশন। অবশেষে কলকাতা পুরসভা ও মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের হস্তক্ষেপে ওঠে ধর্মঘট। মেয়রের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ফেরেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বুধবার বেন্ট্রাম স্ট্রিট, হুমায়ুন প্যালেস, ফিনিক বাজার স্ট্রিট, লিন্ডসে স্ট্রিট-সহ গোটা নিউমার্কেট চত্বরে হকারদের বেলাগাম দৌরাত্ম্যে রাশ টানতে মার্কেট বন্ধ রেখে ধর্মঘটে বসে স্থায়ী দোকানের সংগঠন। সিমপার্ক চত্বরে হয় জমায়েত ও মিছিল। ইতিমধ্যেই মার্কেট চত্বরে হকার নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। সেইসব পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে এবং আরও পাঁচ দফা দাবি নিয়ে ধর্মঘট-জমায়েত করে জয়েন্ট ট্রেডার্স ফেডারেশন। এদিন দুপুরে পুরসভায় এসে মেয়র ফিরহাদ হাকিম সংগঠনের প্রতিনিধিদের ডেকে কথা বলেন। সেখানেই মেয়রের কাছে মার্কেট এলাকায় পিচের রাস্তা ফাঁকা করা, ফুটপাথের এক-তৃতীয়াংশেই হকারদের জায়গা দেওয়া-সহ পাঁচটি দাবি জানায় তাঁরা। প্রসঙ্গত, তাঁদের তরফে জানানোর আগেই দাবিগুলি নিয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। সাক্ষাৎ শেষে সংগঠনের স্থায়ী ব্যবসায়ী সংগঠনের সম্পাদক রাজেশ সিং বলেন, মেয়র নিজেই আমাদের ডেকে পাঠিয়ে দেখা করেন। আমরা পাঁচটি দাবি জানাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলি কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র। আমরা খুব খুশি। সরকার ও পুরসভা আইনি হকারদের জন্য অনেক কিছু করছে। এই সাক্ষাতের পরেই মিছিলের মাধ্যমে উঠে যায় ধর্মঘট। খুলে যায় নিউমার্কেট। এই নিয়ে হকার পুনর্বাসন বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, স্থায়ী ব্যবসায়ীরা মেয়রের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের ধর্মঘটও তাঁরা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আলোচনার মাধ্যমেই যেকোনও সমস্যার সমাধান হয়। তাই আলোচনার পথ সবসময় খোলা রাখা উচিত।

পুরসভার ১ নম্বর গেটের সামনে ব্যবসায়ীদের জমায়েত।

বিজেপি এখন অপরাধীদের আঁতুরঘর

পরিষেবায় বেহাল মোদি-রাজ্য

প্রতিবেদন : আবার সামনে এসে গেল বিজেপির হিংস্র চেহারা। সম্প্রতি মণিপুরের পুলিশ অফিসার চিংথাম আনন্দ কুমারকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় বিজেপি নেতা হেমখোলাল মেটকে। তারপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে বিজেপিকে একহাত নেয় তৃণমূল। তৃণমূলের তরফে লেখা হয়, আপনাদের দলের আরেকজন অপরাধী গ্রেফতার হয়েছেন। আবার এক নারকীয় ঘটনার সঙ্গে বিজেপির যোগ মিলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-রা মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে নিদারুণ ব্যর্থ। তারপর এই পাশবিক কর্মকাণ্ডের জন্য এবার কাকে দোষ দেবেন আপনারা, প্রশ্ন তোলে তৃণমূল। শুধু বিজেপির অপরাধী মানসিকতা নিয়েই সরব হয়নি তৃণমূল, সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল সরব হয় মোদি-রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যর্থতা নিয়েও।

তৃণমূল লেখে, হইচই-ই সার, গুজরাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা চূড়ান্ত ব্যর্থ! ক্রমবর্ধমান শিল্প, বুলেট ট্রেন আর বিস্তৃত মহাসড়কের চকচকে মোড়কের নিচে গুজরাতের তথাকথিত ‘অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি’ একটি দুর্বল স্বাস্থ্য পরিষেবাকে লুকিয়ে রেখেছে। সেখানে গরিব মানুষের কোনও জায়গা নেই। এই মর্মেই তৃণমূলের প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এটাই কি আপনার প্রগতির প্রতীক? এরপরই স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরা হয় তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে।

সন্তানহারা বৃদ্ধ দম্পতির রোষানল

উষ্মা নয়, সহানুভূতি চিকিৎসকের

প্রতিবেদন : বৃদ্ধ দম্পতি সন্তানশোকে কাঁদতে কাঁদতে চিকিৎসকের কলার ধরে চিৎকার করে বলছেন, আপনার দোষেই ছেলেকে হারালাম। আমাদের সব ফাঁকা হয়ে গেল। সন্তানহারা ওই বৃদ্ধ দম্পতির শোকের বহিঃপ্রকাশ দেখে নিশ্চল রইলেন চিকিৎসক। কোনও উষ্মা প্রকাশ করলেন না। সন্তানহারা দম্পতির প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করলেন তিনি। চিকিৎসক বলছেন, ওঁদের ক্ষতি অপূরণীয়। সন্তানকে হারাতে হয়েছে। সেই কষ্ট ভোলার নয়। কোনও চিকিৎসকই চান না, তাঁর হাতে রোগীর মৃত্যু হোক। ক্যানসার চিকিৎসক স্বর্ণবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও দম্পতির আবেগকে উপলব্ধি করেছেন। বলেছেন, ওঁদের শোকে আমিও সমব্যাথী। সন্তান হারানোর কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না। ওঁরা আবেগতাড়িত হয়ে এমন কাজ করে ফেলেছেন। ওঁদের প্রতি আমার প্রতি কোনও নালিশ বা ক্ষোভ নেই। বেহালার শিবরামপুরের বাসিন্দা দেবাশিস পাল ও সোমা পালের একমাত্র সন্তান দীপঙ্কর (২২)। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তাঁর ব্লাড ক্যানসার (হজকিন্স লিম্ফোমা) ধরা পড়ে। তাঁকে প্রথমে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে পাঠানো হয় মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেই চিকিৎসক স্বর্ণবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে চিকিৎসা চলছিল। ১৮ নভেম্বর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দীপঙ্করকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। ২৩ নভেম্বর দীপঙ্করকে ছুটি দেওয়া হয়। বাড়িতে যন্ত্রণায় ছটফট করতেন দীপঙ্কর, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। ২৯ নভেম্বর হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

কোমরের হাড়ে চিড় মদনের

প্রতিবেদন : মেরুদণ্ডের নিচের হাড়ে চিড়! ফের সমস্যায় কামারহাটির তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মদন মিত্র। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি মদন মিত্রের। পাশাপাশি শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রাও অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন বাম হাতের হাড় ভাঙে বিধায়কের। তখন অস্ত্রোপচার করা হয়। এবার জানা গেল মদন মিত্রের মেরুদণ্ডের নিচের হাড়েও চিড় ধরেছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত পরীক্ষা করানো হয়েছে বিধায়কের।

রাজ্য পুলিশকে সঙ্গে নিয়েই যৌথ তদন্তের নির্দেশ কোর্টের

প্রতিবেদন : শুধুমাত্র সিবিআইয়ের তদন্তে ভরসা রাখতে পারল না হাইকোর্ট। সন্দেশখালির ঘটনার তদন্তে রাজ্য পুলিশ এবং সিবিআইকে যৌথ তদন্তের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। হাইকোর্টের নজরদারিতে এই তদন্ত করবে বিশেষ তদন্তকারী দল বা ‘সিট’। জানা গিয়েছে, রাজ্য পুলিশ এবং সিবিআই-এর একজন করে এসপি পদমর্যাদার পদস্থ অফিসারকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে গঠন করা হবে এই সিট। তাঁরাই ঠিক করবেন আর কারা থাকবেন এই দলে। অবশ্যই থাকতে হবে সমসংখ্যক প্রতিনিধি। তাঁরা রিপোর্ট পেশ করবেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তবে হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া পেশ করা যাবে না চূড়ান্ত রিপোর্ট। ইডি এবং সিবিআই চেয়েছিল তদন্তভার দেওয়া হোক শুধুমাত্র সিবিআইকেই। কিন্তু আদালত শুধুমাত্র সিবিআইয়ের উপর ভরসা রাখতে পারেনি।

সন্দেশখালি

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সঠিক সিদ্ধান্ত

সরকারি কর্মীদের কাজে ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মাটিতে নেমে কাজ করার মানুষ। তিনি নাড়ি টিপে বুঝতে পারেন, আসল গলদটা ঠিক কোথায়। আর এই গন্ধটা বেশ কিছুদিন ধরেই পাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই মাঝে মাঝেই নবান্নের বিভিন্ন দফতরে সারপ্রাইজ ভিজিট করছিলেন তিনি। রিপোর্ট নিচ্ছিলেন। বুঝতে পারছিলেন, এক শ্রেণির কর্মীদের কারণে কর্মচারীদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। কাজ আটকে যাচ্ছে। মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। সরকার সম্বন্ধে মানুষের নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে। রাজ্য সরকারের অসংখ্য জনমুখী প্রকল্প রয়েছে। তার সুবিধা অনেকের কাছেই যাচ্ছে না। এক শ্রেণির কর্মী তাঁদের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে দিনরাত মিছিল মিটিং করে চলেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা যখন দিনের পর দিন এই কাজ করছেন, তখন তাঁদের কাজটা কে করে দিচ্ছেন? বাস্তব হল তাঁদের কাজ আটকে যাচ্ছে, মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সেই সঙ্গে একশ্রেণির কর্মচারীর দুর্ব্যবহার তো আছেই। সরকারি পরিষেবা চাইতে গেলে তাঁরা এমনভাবে ঘোরান যে, সরকারি কর্মচারীদের উপর মানুষের ন্যূনতম শ্রদ্ধা-ভক্তিটুকুও হারিয়ে যায়। এখানেই সঠিকভাবে কুঠারাঘাত করেছেন। একেবারে কঠোরতম সিদ্ধান্ত। সময়ে আসুন। প্রয়োজনে ছুটি বাতিল করুন। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করুন। কাজ না করলে শাস্তি। প্রয়োজনে বরখাস্ত। অবসরকালীন সুবিধা থেকেও হতে হবে বঞ্চিত। যথার্থ সিদ্ধান্ত। মানুষ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এই ব্যবস্থায় রাতারাতি সব বদলে যাবে তা নয়, কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি যে পালটে যাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

e-mail থেকে চিঠি

২২শেই কেন রামমন্দির?

২২ জানুয়ারি, ২০২৪-এ রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে অযোধ্যার 'অসম্পূর্ণ' রামমন্দিরে। ঠিক দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে বিশেষ এই তিথিতে দু'টি ফলাদেশ রয়েছে— শত্রুনাশ ও বিজয়যোগ। এখন প্রশ্ন হল, কোন শত্রুর নাশ চাইছেন নরেন্দ্র মোদি? রামলালার তো কোনও শত্রু নেই। তাহলে কোন শত্রুনাশের জন্য এত তাড়া? আর বিজয়ই বা কার? রামলালার নয় নিশ্চয়ই! রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে কোন বিজয় হাসিল করতে চাইছেন মোদিজি? সোজা কথা, লোকসভা ভোটের আগে দেশ জুড়ে ধর্মের জিগির তুলতেই মোদি সরকারের এমন সিদ্ধান্ত। রামমন্দিরের সঙ্গে গোটা দেশের আবেগ জড়িয়ে। কিন্তু ভাল কাজের উদ্বোধনে এত তাড়াহুড়ো কেন? বাড়ি সম্পূর্ণ না হলে আমরা তো সেখানে থাকতে যাই না। তাহলে অসম্পূর্ণ মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে কেন? উনি কি মন্দির পাহারা দেবেন? নাকি সবটাই তিথির জন্য? গণেশ্বর শাস্ত্রীকে জানুয়ারিতে তারিখ দিতে বলা হয়েছিল। কারা তাঁকে তারিখ বা সময়টি বের করতে বলেছিল? সেই প্রশ্নের উত্তর দেশের মানুষের পাওয়া উচিত। একথা বলেছেন আর কেউ নন, জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য। ধর্ম নিয়ে বিজেপির, আরও স্পষ্ট করে বললে প্রধানমন্ত্রী ও সরকার ঘনিষ্ঠদের বাড়াবাড়িতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। মাসকয়েক আগেই মোদিকে 'বিষ্ণুর অবতার' বলে অভিহিত করেছিলেন রামমন্দির ট্রাস্টের চম্পত রাই। তা নিয়েও বিরক্ত অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ভগবান বিষ্ণু যখন স্বয়ং বিরাজমান, তখন কোনও মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার কী প্রয়োজন? আসলে আমরা সবাই জানি এবং বুঝি, রাজনীতি ও ধর্ম দু'টি ভিন্ন ক্ষেত্র। দু'টির মিশে যাওয়া কখনও কাম্য নয়। আমরা টের পাচ্ছি, রাজনীতিবিদদের ধর্মীয় নেতা বা ধর্মীয় নেতাদের রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা আসলে বিপর্যয়ের লক্ষণ। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে একের পর এক ধর্মীয় করিডর তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য সরকারি অর্থের কোনও প্রয়োজন নেই। সরকার যদি টাকা বিনিয়োগ করে, তাহলে সেখান থেকে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যও থাকবে। আম জনতার টাকা খরচ করে ফের তাঁদের থেকেই নিজেদের কোষাগার ভরবে সরকার। ফলে মন্দির হয়ে উঠবে বাণিজ্যিক কেন্দ্র। বৈষম্যের শিকার হবেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। তা মোটেও কাম্য নয়। এটা কি আপনারা চান? যদি না চান তবে আওয়াজ তুলুন, নো ভোট টু মোদি। বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও।

— স্বপন শীল, বাগুইআটি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

ফ্যাসিবাদ উঁকি মারছে

রুখতে গেলে ফ্যাসিবাদ মেলাতেই হবে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ। সর্বস্তরে জনতার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ধর্মনিরপেক্ষ সনাতনী ভারত-আত্মার পুনরুদ্ধারের একমাত্র পথ। লিখছেন **সৌরবকুমার ঘোষ**

পুনরালোচনা সম্ভবত অনাবশ্যক। তবু নান্দীমুখে প্রসঙ্গটির পুনরুত্থাপন অনাবশ্যক নয়। স্মৃতির সলতে উসকে দেখলেই মনে পড়ে যায়, ১৯৩০-এর দশকে ফ্যাসিবাদের জন্ম প্রথমে ইতালিতে, পরে জার্মানিতে। তা ছিল গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ''বাড়াবাড়ির'' বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের হিংস্র প্রতিক্রিয়া। মুসোলিনি ও হিটলার দাবি করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি-জার্মানির পরাজয়ের জন্য এগুলিই নাকি দায়ী। তাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁরা জনগণের জীবনের সব দিকের ওপর চরম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। মানে ফ্যাসিবাদের উত্থানই হয়েছিল গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে রুখতে। আর এখন সেটাই উঁকি মারছে এদেশে।

কীভাবে বুঝব কোনটা ফ্যাসিবাদের লক্ষণ আর কোনটা নয়?

লুনা রুশদি ফ্যাসিবাদের চোদ্দোটি লক্ষণ শনাক্ত করেছিলেন। ২০০৩ সালে 'ফ্রি এনকোয়ারি' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে উল্লিখিত ফ্যাসিবাদী লক্ষণগুলি নিম্নরূপ—

১। **পরাক্রমী জাতীয়তাবাদ**— ফ্যাসিবাদী শাসনকালে দেশভক্তিমূলক আদর্শ, স্লোগান, গান, প্রতীক এবং অন্যান্য সাজসজ্জা ইত্যাদি ব্যবহার বেড়ে যায়।

২। **মানবাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণার প্রকাশ**— ফ্যাসিবাদী সমাজব্যবস্থায় জনসাধারণকে বিশ্বাস করানো হয় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'প্রয়োজনের' খাতিরে মানবাধিকার উপেক্ষা করা যায়।

৩। **শত্রু শনাক্তকরণ**— ফ্যাসিবাদ এক বলির পাঁঠা বা ছায়াশত্রু খুঁজে নেয়।

৪। **সামরিক আধিপত্য**— দেশের অভ্যন্তরীণ দুর্যোগ ও সমস্যা অবহেলা করেও সামরিক বাহিনীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫। **উৎকট লিঙ্গবৈষম্য**— ফ্যাসিবাদী দেশগুলোতে প্রায় একচেটিয়া ভাবেই সরকার হয় পুরুষ-আধিপত্যাধীন। ফ্যাসিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের প্রথাগত ভূমিকা অনমনীয়ভাবে পালিত হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ, গর্ভপাত বা সমকামিতা নিষিদ্ধ হয়। রাষ্ট্রকে উপস্থাপন করা হয় পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত অভিভাবক হিসাবে।

৬। **নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম**— গণমাধ্যমকে পুরোদস্তুর কবজায় আনার বন্দোবস্ত করা হয়।

৭। **জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে মাতামাতি**— জনসাধারণকে বৈদেশিক শত্রুর ভয় দেখিয়ে উত্তেজিত রাখা হয়।

৮। **ধর্ম ও রাষ্ট্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে**

৯। **বড় পুঁজির সঙ্গে দহরম-মহরম**— ফ্যাসিবাদে দেশে অনেক সময়েই বনেদি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোই সরকারকে ক্ষমতায় আনে। সরকার ও এসব প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাজনক লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১০। **শ্রমিক-কৃষকদের ক্ষমতা রোধ**— কারণ, খেটে খাওয়া মানুষের সাংগঠনিক শক্তি ফ্যাসিবাদী সরকারের জন্য হুমকি স্বরূপ।

১১। **বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পের প্রতি অবজ্ঞা**— ফ্যাসিবাদী দেশগুলো প্রায় সময়েই উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষায়তনের সঙ্গে খোলাখুলি বৈরিতা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সহ অন্য বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার করা বা তাঁদের বক্তব্য সেন্সর করা বিরল নয়। শিল্প ও সাহিত্যাঙ্গনে স্বাধীনভাবে কথা বলতে গেলে সরাসরি আক্রমণ করা হয়।

১২। **অপরাধ ও শাস্তির বিষয়ে মাত্রাহীন আগ্রহ**— ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় পুলিশকে আইন প্রয়োগের নামে প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া হয়। দেশপ্রেমের নামে চলে পুলিশি নির্যাতন।

১৩। **অবাধ স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি**

১৪। **নির্বাচনে কারচুপি**— ফ্যাসিবাদী দেশে নির্বাচন মানেই সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজি।

এবার তাকান আজকের ভারতের দিকে।

যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অ্যাকটিভিস্ট কার্তিক রামানাথনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নাওম চমস্কি বলেছেন, 'ভারতে আমরা যা দেখছি, তা হচ্ছে ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ ছাড়াই ফ্যাসিবাদের লক্ষণ। ফ্যাসিবাদের অর্থ হচ্ছে, একটি সর্বাত্মকবাদী সরকারের রাষ্ট্রের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ, নাৎসি বা কোনও ফ্যাসিবাদী দলের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, যা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। নাৎসিরা কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। অবশ্য ভারতে তা দেখা যাচ্ছে না। সেখানে রাষ্ট্র বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে না। কিন্তু ভারতে ফ্যাসিবাদের অন্যান্য লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থার ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশটির গণমাধ্যমও সেভাবে সরকারের সমালোচকের স্থান নিতে পারছে না।'

পাশাপাশি ভারতের ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বলির পাঁঠা মুসলিম-দলিত-আদিবাসী। এবং অবশ্যই উদারমনস্করা। এঁরা সবাই 'অ্যান্টি-ন্যাশনাল'। চিন বা পাকিস্তানকে জব্দ করার মিথের উপর ভিত্তি করেই নির্বাচন জেতার প্রয়াস এদেশে মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। হিন্দুরাষ্ট্রের পরিকল্পনাও নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদী লক্ষণ।

যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে ফ্যাসিবাদের প্রাথমিক সাত লক্ষণসমূহের এক তালিকা রয়েছে। এটির কথা আমরা মহুয়া মৈত্রর ভাষণেও শুনেছি। তার সঙ্গেও বর্তমান ভারতের হুবহু মিল।

১। দেশে শক্তিশালী অংশের জাতীয়তাবাদ ক্রমে দেশের জাতীয় পরিচয়ে পরিণত হয়। সংখ্যালঘুদের তা অস্বীকার করে। মুসলমান নাগরিকদের বারংবার পিটিয়ে মারার পর ভারতে এই লক্ষণের উপস্থিতি নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না।

২। মানবাধিকারের প্রতি একটি ব্যাপক অবজ্ঞা দেখা দেয় ২০১৪ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে এই প্রবণতা অন্তত ১০ গুণ বেড়েছে।

৩। গণমাধ্যমের ওপর কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ। ভারতের প্রিন্ট মিডিয়া ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর একাংশ নিজেদের প্রাইমটাইমের বড় অংশ ক্ষমতাসীন দলের প্রচার-প্রোপাগান্ডায় ব্যয় করে চলেছে।

৪। জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি অতিরিক্ত সচেতনতার জন্য, পাকিস্তান ও চিন নিয়েই সারাক্ষণ মাথাব্যথা। অথচ দেশের মানুষের অসন্তোষ নিয়ে আলোচনা নেই।

৫। সরকার ও ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া। এ সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার দরকার পড়ে না।

৬। বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের প্রতি চরম শুধু অবজ্ঞা নয়, এ-দেশে বিরাশি বছরের কবি ভারভারা রাও-এর উপর রীতিমতো নির্যাতন চলে।

৭। নির্বাচন ব্যবস্থার স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাওয়া। নেতা, মন্ত্রী, এমপি কেনাবেচার ঘটনা স্মরণ করা যায় এ-প্রসঙ্গে।

এই অবস্থা রুখতে দিকে দিকে জনমত গড়ে তুলতে হবে। আর দেরি করলে চলবে না। শিয়রে সংক্রান্তি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

18 January, 2024 • Thursday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৮ জানুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

বনগাঁর দেবগড়ে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নব ওড়াকান্দি মন্দির নির্মাণের শুভারম্ভ

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, বদলে গেল দমদম রোডের নাম

শহরে এবার মহাপ্রভুর নামে রাস্তা

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নামে কলকাতার একটি রাস্তার নামকরণ করল কলকাতা পুরসভা। চিড়িয়া মোড় থেকে দমদম স্টেশন পর্যন্ত যে রাস্তাটি এতদিন দমদম রোড নামে পরিচিত ছিল এবার সেই রাস্তাটির নাম হল 'মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সরণি'।

মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সঙ্গে কলকাতার গঙ্গা তীরবর্তী স্থান যেমন পানিহাটি, খড়দহ, বরানগরের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড থেকে জানতে পারা যায়, আনুমানিক ১৪৩৬-৩৭ সাল ও ইংরেজির ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে নীলাচল অর্থাৎ পুরী যাওয়ার পথে মহাপ্রভু রামকেলি গ্রাম থেকে যাত্রাপথে পানিহাটিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে আসেন। সেখান থেকে বরানগরে শ্রীল ভাগবতাচার্যর গৃহে সঙ্গীদের নিয়ে আসেন। ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ শ্রীল ভাগবতাচার্য মহাপ্রভুকে দেখে শ্রীভাগবত পাঠ করেন। কিছুদিন ওখানে থেকে মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীচরণ-পাদুকা প্রদান করেন। সেখান থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে কিছু সময় তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজারের এই ভূমিতে বিশ্রাম করে সেখান থেকে রওনা দেন।

তাই কলকাতার বিভিন্ন স্থান, বিশেষত বরানগর, বাগবাজার অঞ্চল মহাপ্রভুর পদাঙ্কপুত। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে দীর্ঘদিন ধরে আর্জি জানানো হয়, এই অঞ্চলের কোনও রাস্তা মহাপ্রভুর নামে হোক। এই মর্মে গত ২০১৯ সালের ১৭ অক্টোবর মঠ কর্তৃপক্ষ কলকাতা পুরসভাকে আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি দেয়। ওই বছরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাগবাজারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের উদ্বোধন করতে এসে মঞ্চ থেকেই পুরসভাকে চৈতন্যদেবের নামে রাস্তার নামকরণের নির্দেশ দেন। কিন্তু বরানগর ও বাগবাজার পার্শ্ববর্তী সব রাস্তা হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। তাই এই রাস্তাগুলির নাম পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বলে চিড়িয়া মোড় থেকে দমদম পর্যন্ত দমদম রোড রাস্তাটিকে নির্বাচন করা হয়। ওই রাস্তার নাম দেওয়া হয় 'মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সরণি'। বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের প্রচেষ্টায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতা পুরসভার এই কাজকে চৈতন্য অনুরাগী সব মহলই স্বাগত জানিয়েছে। মহাপ্রভুকে নিয়ে যাঁরা বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কাজ করে চলেছেন এমন কাজ তাঁদের আরও অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে।

অনলাইনেই আপলোড করা যাবে উচ্চমাধ্যমিকের নম্বর

প্রতিবেদন : উচ্চমাধ্যমিকের নম্বর জমা দেওয়ার বিষয়টি আরও সরল করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার থেকে অনলাইনে নম্বর জমা দেওয়া যাবে। এতে অনেক ভুলভ্রান্তিও দূর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, অনলাইনে এবার নম্বর সরাসরি সংসদের কাছে পৌঁছে যাবে। আগে হার্ড কপিতে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হত পরীক্ষকদের। এরপর সেই নম্বর প্রধান পরীক্ষকদের কাছে জমা দিতে হত। প্রধান পরীক্ষকরা সেই নম্বর যাচাই করে জমা দিতেন সংসদের আঞ্চলিক অফিসে। সেই নম্বর যেত সংসদের অফিসে। সেখান থেকে নম্বর সার্ভারে আপলোড করা হত। তবে এবার সরাসরি পরীক্ষকরা সেই নম্বর আপলোড করে দেবেন অনলাইনে। এতে কাজ অনেক দ্রুত হবে। পরীক্ষার্থীদের নাম, রোল নম্বর লেখা। পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্তনম্বর লিখতে হবে প্রধান পরীক্ষককে। কোনও ভুল হলে তা শুধরানোর সুযোগ থাকবে। এদিকে আজ থেকেই শুরু হয়েছে মাধ্যমিকের প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পালা। কলকাতা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, শিলিগুড়িতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হচ্ছে। ভুল মূল্যায়ন এড়াতেই এই ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে।

■ বুধবার কলকাতা পুরসভার ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের শিলান্যাসে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, পুরসভার চেয়ারপার্সন ও সাংসদ মালা রায়, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

ক্রেতা সেজে হাওড়ার সোনার দোকানে ডাকাতি

প্রতিবেদন : মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে ভরদুপুরে হাওড়ার শ্যামপুর এলাকায় গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রায় ৪ লক্ষ টাকার গয়না লুঠ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দোকানের মালিক। তিনি জানান, বাইকে করে দু'জন দুষ্কৃতী দুপুর পৌনে ১২টা নাগাদ দোকানে ক্রেতা সেজে প্রবেশ করে। প্রথমে রুপোর চেন এবং চামচ কেনে। এরপরই তাঁদের মধ্যে একজন সোনার কানের দুল দেখতে চায়। দোকান মালিক তা বের করতেই তাঁর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে চলে লুঠ। এরপরই এলাকা ছাড়ে অভিযুক্তরা। ঘটনার খবর পেয়ে ওই দোকানে যায় শ্যামপুর থানার পুলিশ।

অভিযুক্তদের সন্ধান পেতে ইতিমধ্যেই এলাকায় নাকা চেকিং শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। এই ডাকাতির খবর ছড়িয়ে পড়তে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে তুমুল আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আতঙ্কে ভুগছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। তবে ঠিক কত টাকার গয়না খোয়া গিয়েছে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এর আগে বারাকপুর, রানাঘাট, মালদহ, পুরুলিয়াতে পরপর কয়েকটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। পরপর এই ডাকাতির ঘটায় চিন্তিত প্রশাসন। এর পিছনে নির্দিষ্ট কোনও চক্র রয়েছে কি না তার খোঁজ চলছে।

চিরন্তন সংস্কৃতির বিকাশে একতারা মুক্তমঞ্চে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন

■ ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্সের সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস, তন্ময় বোস, বিক্রম ঘোষ, সাবির খান এবং অনিতা দত্ত। —শুভেন্দু চৌধুরী

প্রতিবেদন : উদ্দেশ্য ভারতীয় চিরন্তন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিকাশ, একইসঙ্গে সমাজের সর্বস্তরে সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতির ধারাকে বইয়ে দেওয়া। তাই এই প্রথম বদ্ধ অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে একতারা মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স। আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। এবারের কনফারেন্সে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা-সহ রাজ্যের বাইরে থেকেও প্রায় ৫০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। এঁদের মধ্যে নবীন-প্রবীণ সকলেই রয়েছেন। এই বছর প্রখ্যাত তবলাবাদক প্রয়াত বীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা জানাবে রাজ্য সরকার। কলকাতা তথা

শুরু ১৯ জানুয়ারি

শহরতলিতে বিভিন্ন বড় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা ও শহরতলির পাশাপাশি সুদূর জেলা মহকুমা এমনকী ব্লক স্তরেও এই কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। চন্দননগরে ২৭-২৮ জানুয়ারি, দুর্গাপুরে ১০-১১ ফেব্রুয়ারি, বাঁকুড়ায় ৩-৪ ফেব্রুয়ারি, শিলিগুড়ি ১১-১২ ফেব্রুয়ারি, ডায়মন্ড হারবারে ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি জেলা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। লোকায়ত শিল্পচর্চা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা হবে এই সম্মেলনে।

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের তরফ থেকে সারাবছরই রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের জন্য এবং নবীন প্রজন্ম যাতে এই সঙ্গীত চর্চায় আরও বেশি করে উৎসাহ পায় সেই জন্য নিরন্তর ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২২ সাল থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চায় যুব প্রজন্মকে উৎসাহিত করার জন্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য আরও উন্নত প্রশিক্ষণ পুরসভার

প্রতিবেদন : শহরবাসীকে আরও উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার। পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের এবার আরও দশটি রোগের চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইকো ইন্ডিয়া নামের শিক্ষা-স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এই প্রশিক্ষণ দেবে পুরসভা। শহরের ১৬টি ওয়ার্ডে মোট ১৫টি প্রশিক্ষণ হাব থেকে অনলাইন মাধ্যমে প্রথমে চিকিৎসকরা, তারপর নার্স-সহ অন্যান্য পুরস্বাস্থ্যকর্মীরা প্রশিক্ষণ পাবেন। মঙ্গলবার ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের হাত ধরে এই প্রশিক্ষণ শুরু হল। পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এখন থেকে শুধু জ্বর, সর্দি-কাশি ছাড়াও আরও অনেক গুরুতর রোগের চিকিৎসা পরিষেবা দিতেই কলকাতা পুরসভার এই উদ্যোগ। গত ২ বছর ধরে ইকো ইন্ডিয়ার সাহায্যে এই প্রশিক্ষণ চালাচ্ছে পুরসভা। ইতিমধ্যেই ৩ হাজারেরও বেশি পুরস্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এবার মানসিক সমস্যা, ভাইরাল হেপাটাইটিস, অন্তঃসত্ত্বাকালীন সমস্যা, সদ্যোজাত ও বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা-সহ ছোঁয়াচে নয় এমন দশটি নতুন রোগের চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মঙ্গলবার পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধনে ছিলেন ইকো ইন্ডিয়া'র চেয়ারম্যান ডাঃ কুমুদ রাই, মুখ্য পুরস্বাস্থ্যকর্তা ডাঃ সুব্রত রায়চৌধুরী প্রমুখ। এই নিয়ে ডাঃ কুমুদ রাই জানান, শহরের মানুষকে উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য কলকাতা পুরসভার মতো এমন দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত কেউ নেয়নি। এই প্রশিক্ষণ পেয়ে পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা নতুন রোগের পরিষেবা দিতে পারবেন।

সার্ভাইকাল ক্যানসার সচেতনতা

প্রতিবেদন : জানুয়ারি মাসকে গ্লোবাল সার্ভিকাল ক্যানসার সচেতনতা মাস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এবার হাওড়ার নারায়ণা হাসপাতাল ও রোটারি ক্লাব অফ বেলুরের যৌথ উদ্যোগে 'সারভিকাল ক্যানসার সচেতনতা ও প্রতিরোধ' প্রকল্পের উদ্বোধন করা হল। লক্ষ্য সার্ভিকাল ক্যানসারের প্রতি সচেতনতা গড়ে তোলা। বিশেষ করে নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত দেশগুলিতে মহিলাদের এই রোগের বিষয়ে অবহিত করা এবং কীভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা যাবে সেই বিষয়ে জানানো।

রাজ্য
18 January, 2024 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির নয়া তালিকা

আলিপুরদুয়ার

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Kumargram	President	Dhiresh Chandra Roy
2	Alipurduar-II	President	Paritosh Barman
3	Kalchini	President	Ashim Kumar Lama
4	Alipurduar-I	President	Tushar Kanti Roy
5	Falakata	President	Sanjit Das (Sanjay)
6	Madarihat-Birpara	President	Jay Prakash Toppo

আরামবাগ

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Arambagh	President	Sambh unath Bera
2	Goghat-I	President	Sanjit Pakhira
3	Goghat-II	President	Soumen Digar
4	Haripal	President	Debasish Pa thak
5	Pursurah	President	jasaban ta Ghosh
6	Khanaku l-I	President	Dipen Maity
7	Khanakul-II	President	Ramen Pramanik
8	Tarakeswar	President	Pradeep Singha Roy

বাঁকুড়া

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Bankura-I	President	Angshuman Banerjee (Bappa)
2	Bankura-11	President	Bidhan Singha
3	Chhatna	President	Swapan Mandal
4	Gangajalghati-11	President	Jiten Garai
5	Hirbandh	President	Dhirendra Nath Maji
6	Indpur	President	Rejaul Khan
7	Khatra-I	President	Sudipta Banerjee
8	Mejia	President	Indrajit Ray
9	Raipur-I	President	Jagabandhu Mahata
10	Ranibandh	President	Uttam Khumbhakar
11	Saltora	President	Santosh Kumar Monda)
12	Sarenga	President	Subrata Mishra
13	Simlapal	President	Falguni Singhababu
14	Taldangra	President	Tarashankar Roy

ঘাটাল

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Chandrakona-1	President	Mahadev Mallick
2	Chandrakona-11	President	Hiralal Ghosh
3	Daspur-1	President	Sunil Bhowmick
4	Daspur-11	President	Soumitra Singharoy
5	Debra	President	Pradip Kar
6	Ghatal	President	Dilip Majhi
7	Keshpur	President	Pradyut Panja
8	Kharagpur-11	President	Trisit Maity
9	Pingla	President	Sk Saberati
10	Sabang	President	Sk Abu Kalam Boksh

হুগলি-শ্রীরামপুর

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Balagarh	President	Nabin Ganguly
2	Chanditala-I	President	Sanat Sanki
3	Chanditala-11	President	Bikash Ghosh
4	Chinsurah-Mogra	President	Tapas Chakraborty
5	Dhaniakhali	President	Soumen Ghosh
6	Jangipara	President	Sadan Ghosh
7	Pandua	President	Anisul Islam Molla
		Vice President	Shubhankar Nandi
8	Polba-Dadpur	President	Subhas Chandra Ghora
9	Serampore-Uttarpara	President	Nikhil Chakraborty
10	Singur	President	Anando Mohan Ghosh

হাওড়া শহর

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Domjur	President	Tapas Maity
2	Jagatballavpur	President	Subir Chatterjee
3	Panchla	President	Biplab Patra
4	Howrah Dakshin	President	Saikat Choudhary

কোচবিহার

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Haldibari	President	Gopal Roy
2	Mekliganj	President	Keshab Chandra Barman
3	Mathabhanga-IB	President	Sankar Roy Biswas
4	Mathabhanga- 11	President	Khokon Biswas
5	Coochbehar II	President	Sajal Sarkar
6	Coochbehar- IA	President	Kali Shankar Ray
7	Mathabhanga-IA	President	Mahendra Nath Barman
8	Sitalkuchi	President	Tapan Kumar Guha
9	Dinhata-IA	President	Sudhangshu Chandra Roy
10	Sitai	President	Muktipada Mandal
11	Dinhata-IB	President	Ananta Barman
12	Dinhata-11	President	Dipak Bhattacharya
13	Coochbehar-IB	President	Abdul Kader Haque
14	Tufanganj-IA	President	Siddhartha Mondol
15	Tufanganj-IB	President	Pradip Basak
16	Tufanganj- II	President	Chaiti Barman Barua

দার্জিলিং

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Phtansidewa I	President	Md Akhtar Ali
		Vice President	Santosh Kumar Roy
2	Phansidewa II	President	Kajal Ghosh
		Vice President	John Kindo
3	Kharibari	President	Kishori Mohan Singha
		Vice President	Jagannath Roy
4	Matigara I	President	Abhijit Paul (Rintu)
		Vice President	Swarup Singha
5	Matigara II	President	Prafulla Bannan
		Vice President	Janak Saha
6	Naxalbari I	President	Manoj Chakraborty
		Vice President	Amrita Lal Sarkar (Tapan)
7	Naxalbari II	President	Prithwish Roy
		Vice President	Ranjan Chik Baraik

গ্রামীণ হাওড়া

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Amta	President	Sk Sel imul Alam
2	Bagnan	President	Nayan Haldar
3	Sankrall	President	Am rit Basu
4	Shyampur	President	Nad ebasi Jana
5	Udaynarayan pur	President	Samresh Chongdar
6	Ulu beria Da kshin	President	Dulal Chandra Kar
7	Uluberia Purba	President	Sk Akbar
8	Uluberia Uttar	President	Bimal Kumar Das

ঝাড়গ্রাম

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Gopiballavpur- 1	President	Hemanta Ghosh
2	Nayagram	President	Ramesh Routh
3	Gopiballavpur-11	President	Tinku Pal
4	Sankrail	President	Kamal Kanta Rout
5	Jhargram	President	Narendra Mahata
6	Binpur-1	President	Tarachand Hembram
7	Binpur-11	President	Chinmoy Mahata (Bubai)
8	Jamboni	President	Fakir Mandi

কাঁথি

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Contai-II (Deshapran)	President	Rajkuma r Shit
2	Contai-III	President	Nanda Dulal Maity
3	Egra-II	President	Swaraj Khanra
		Vice President	Rajkumar Duari
4	Egra-1	President	Bijan Bihari Sahoo
5	Contai-1	President	Sunit Kumar Pattanayak
		Vice President	Prakash Monda I
6	Khejuri-1	President	Arup Kumar Das
7	Khejuri-II	President	Samudbhab Dash
8	Bhagabanpur-II	President	Ambikesh Manna
9	Bhagabanpur -1	President	Rabin Chandra Mandal
		Vice President	Sk Ajimul
10	Chandipur	President	Sunil Pradhan
11	Patashpur-11	President	Manas Roy
12	Patashpur-1	President	Binay Pattanayak
13	Ramnagar-1	President	Uttam Kumar Das
14	Ramnagar-11	President	Satyaranjan Roy

দক্ষিণ দিনাজপুর

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Kushmandi	President	Karimul Islam
		Vice President	Jitendra Nath Sarkar
2	Gangarampur	President	Sankar Sarkar
3	Kumarganj	President	Ujjwal Kumar Basak
4	Balurghat	President	Kaushik Choudhury
5	Hili	President	Mihir Sarkar
6	Tapan (Tapan AC)	President	Subrata Dhar
7	Tapan (Gangarampur AC)	President	Samir Raha
8	Harirampur	President	Yesin Ali
		Vice President	Monojit Das
9	Bansihari	President	Partha Pratim Majumder

বীরভূম

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Bolpur Sriniketan	President	Mihir Roy
2	Illambazar	President	Fajlur Rahaman
3	Nanoor	President	Subrata Bhattacharya
4	Labpur	President	Tanun Chakraborty
5	Sainthia-1	President	Somnath Sadhu
6	Mayureswar-1	President	Surjo Kumar Monda)
7	Mayu reswa r-JI	President	Promod Roy
8	Dubrajpur	Joint Convenors	Arun Kumar Chakraborty
			Rafiul Hossain Khan
9	Khoyrasol	Core Committee	**5 Men Committee**
			Kanchan Adhikari
			Kanchan Dey
			Kedar Ghosh
			Shyamal Gayen
			Ujjwal Kadiri
10	Rajnagar	President	SUJkumar Sadhu
11	Suri-I	President	Lala Prashanta Prasad
12	Suri-II	President	Nurul Islam
13	Sainthia-11	President	Md Saber Ali
14	Md Bazar-II	President	Tapas Sinha
15	Md Bazar-I	President	Kali Prasad Banerjee
16	Ram pu rha t-1	President	Nihar Mukherjee
		Vice President	Sayed Mainuddin Hossain (Ashok)
17	Rampurhat- 11	President	Sulrumar Mukherjee
18	Nalhati-11	President	Rejaul Hoque
19	Nalhati-I	President	Ashoke Kumar Ghosh
20	Mu rarai-11	President	Aftabuddin Mallick
21	Murarai-1	President	Binoy Kumar Ghosh

পূর্ব বর্ধমান

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Ausgram-I	President	Arup Sarkar
2	Ausgram-11	President	Sk Abdul Lalan
3	Galsi-1	President	Janardhan Chatterjee
4	Galsi-11	President	Sk Sabiruddin Ahamed (Joy)
5	Katwa-1	President	Narayan Chandra Santra
6	Katwa-11	President	Pintu Manda)
7	Ketugram-1	President	Tarun Mukherjee
8	Ketugram-11	President	Bikash Kumar Majumdar
9	Mongalkote	President	Ramkeshab Bhattacharjee
10	Bhatar	President	Basudev Jash
11	Bardhaman-1	President	Kakoli Gupta Tah
12	Bardhaman-11	President	Parameshwar Koner
13	Jamalpur	President	Mehmud Khan
14	Kaina-II	President	Pranab Roy
15	Kaina-I	President	Shanti Chai
16	Manteswar	President	Kumarjit Pan
17	Purbasthali-I	President	Rajkumar Pandey
18	Purbasthali-II	President	Badrul Alam Mondal
19	Khandaghosh	President	Md Aparthiba Islam (Fagun)
20	Memari-I	President	Nityananda Banerjee
21	Memari-II	President	Harisadhan Ghosh
22	Raina-I	President	Bamdev Mondal
23	Raina-II	President	Syed Kalimuddin

জঙ্গিপুর

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Berhampore West	President	Ala uddin Sk
2	Farakka	President	Eliyas Sk
3	Kha rgram North	President	Humayun Kabir (Rumel)
		Vice President	Jyotirmoy Mondal
4	Khargram South	President	Shashwata Mukherjee
		Vice President	Rezaul Sk
5	Lalgola	President	Motahar Hossain
		Vice President	Hazrat Ali
6	Nabagram	President	Md.Aenayetullah
7	Raghunathganj-1	President	Goutam Ghosh
		Vice President	Safikul Alam
8	Raghunathga nj-11	President	Yusof Saikh
9	Sagardighi	President	Nure Mahaboob Alam
		Vice President	Kismat Ali
10	Samserganj	President	Sohidul Islam
11	Suti-I	President	Serajul Islam
12	Suti-11	President	Latifur Rehman

মালদা

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Harischandrapu r-11	President	Taba rok Hossain
2	Harishcha nd rapu r-I A	President	Md Ziau r Rahma n
3	Harishchandrapu r-IB	President	Marjina Kha tu n
4	Chancha l-1	Presi dent	Sheikh Afsar Ali
5	Cha nchal-11	President	Abul Ka lam Azad
6	Ratua-1	Presi dent	Ajay Kumar Sin ha
7	Ratua-11	Presi dent	Rakibul Hoq ue
8	Gazole	President	Dinesh Tudu
9	Ba mangola	President	Asluok Sarkar
10	Habibpu r	President	Kistu Mu rm u
11	Old Maida	Presi dent	Rabin Das
12	English Bazaar	President	Prativa Singha
13	Manikchak	President	Md Ma hafuz Ur Rahman (Munna)
14	Kaliachak-1	President	McU. Sariul Sk
15	Kaliachak-11	President	Firoz Sk
16	Kaliachak -lll	President	Mostaque Hossain

জলপাইগুড়ি

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Dhupguri Gramin	President	Malay Kumar Roy
2	Banarhat	President	Sagar Gurung
3	Maynaguri-I	President	Manoj Roy
4	Maynaguri-II	President	Shib Shankar Dutta
5	Nagrakata	President	Prem Chettri
6	Matiali	President	Snowmita Kalandi
7	Mal Gramin	President	Sushil Kumar Prasad (Babua)
8	Kranti	President	Mahadeb Roy
9	Jalpaiguri Sadar-I	President	Nirmal Ray (Dolon)
10	Jalpaiguri Sadar-II	President	Prasanna Deb Das (Arjun)
11	Dabgram Fulbari	President	Debasish Pramanik
		Vice President	Goutam Goswami
12	Rajganj	President	Arindam Banerjee

রানাঘাট

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Nabadwip	President	Kallol Kar
2	Santipur A	President	Subra ta Sarkar (s/o Lt. Sita! Sarkar)
		Vice President	Subrata Sarkar (s/o Sanat Sarkar)
3	Krishnaganj	President	Samir Biswas
		Vice President	Subrata Biswas
4	Hanskhali-1	President	Dinesh Chakraborty
		Vice President	Nitai Biswas
5	Hanskhali-11	President	Sishir Kumar Roy
6	Ranaghat-1	President	Tapas Biswas
		Vice President	Kishor Biswas
7	Ranaghat-IIA	President	Manajit Biswas
		Vice President	Chinmoy Biswas
8	Ranaghat-IIB	President	Rupankar Banerjee
		Vice President	Bholanath Biswas
9	Chakdaha	President	Dilip Sarkar
		Vice President	Sangram Guha Thakurata
10	Haringhata	President	Narayan Chandra Das
		Vice President	Tapas Banerjee
11	Kalyani	President	Pankaj Kumar Singh
		Vice President	Jayanta Mondal
12	Santipur B	President	Kanai Debnath

পুরুলিয়া

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Baghmundi	President	Nikunja Majhi
2	Jhalda-1	President	Joy Prakash Mahato
3	Arsha	President	Bidyadhar Mahato
4	Joypur	President	Raja Babu Ansari
5	Jhalda-11	President	Chittaranjan Mahato
6	Balarampur	President	Goutam Mahato
7	Purulia-1	President	Sanjib Lal Singh Deo
8	Purulia-11	President	Siddhartha Sankar Mahato
9	Kashipur	President	Sudeb Hembram
10	Hura	President	Prasenjit Mahato
11	Puncha	President	Ashok Kumar Mahato
12	Manbazar-1	President	Apurba Singh
13	Manbazar-11	President	Sudhir Chandra Soren
14	Barabazar	President	Lambodar Mahato
15	Bandwan	President	Jagadish Mahato
16	Santuri	President	Ramprasad Chakraborty
17	Neturia	President	Amar Chandra Maji
18	Raghunathpur-1	President	Mihir Kumar Bauri
19	Raghunathpur-11	President	Sanjay Mahatha
		Vice President	Swapan Mahatha
20	Para	President	Umapada Bauri

বারাসত হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তকে মঙ্গলবার রাতেই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বুধবার তাঁর পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় বারাসত আদালত। পুলিশ এখন ধৃতকে দিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে চাইছে

নারীবিদ্বেষী বিজেপির 'ধান্দা' মন্তব্যের প্রতিবাদে তৃণমূল

উঠল নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি

প্রতিবেদন : ফের বিজেপি নারীবিদ্বেষী মানসিকতার প্রমাণ দিল। মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে 'ধান্দা' শব্দ ব্যবহার করে মহিলাদের প্রতি তাদের মনোভাব বজায় রাখল নির্লজ্জ বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী ২০২১-এ বাংলায় এসে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে 'দিদি ও দিদি' বলেছিলেন। মাসখানেক আগে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের 'ঠুমকা' মন্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করেছিলেন। আর এর নবতম সংযোজন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের 'ধান্দা' মন্তব্য। বিজেপির এই ক্রমবর্ধমান ঘৃণ্য মানসিকতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল। বিজেপির রাজ্য সভাপতির নিন্দা করে অবিলম্বে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মুখপাত্র প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেবও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা কি এই ধরনের ভাষা একটি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে আশা করি? এটি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি-বিরোধী। এটা বাংলার সংস্কৃতি, তথা ভারতীয় রাজনীতির জন্যও শোভনীয় নয়। এই ধরনের অকথ্য ও কুৎসিত আচরণ শুধু বাংলার জন্য নয়, সমগ্র দেশের স্বার্থেও একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় তাঁর জীবনধারা সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি প্রাক্তন সাংসদ বা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কোনও বেতন, পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন না। তিনি যে রয়্যালটি পান তা তাঁর জন্য যথেষ্ট। আর তাঁর সম্বন্ধে বিজেপির রাজ্য সভাপতি কি না জিজ্ঞাসা করছেন কীভাবে তিনি একটি ফোন সঙ্গে রাখেন এবং কী 'ধান্দা' করেন। এটাই কি ভদ্রতা? 'ধান্দা'-র মতো শব্দ বিজেপি ব্যবহার করেছে। কারণ তারা জানে না কীভাবে মহিলাদের সম্মান করতে হয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে দিল, বিজেপি রাজনৈতিক শালীনতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে।

'সাদা রঙের পৃথিবী' ছবিটির পোস্টার লঞ্চ। ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, পরিচালক রাজর্ষি দে, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, অরিন্দম শীল, সৌরসেনী মৈত্র, সোহিনী শাস্ত্রী-সহ অন্যরা। বুধবার নন্দনে।

■ পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনায় রাজ্যসভার সাংসদ ও দলীয় মুখপাত্র ডাঃ শান্তনু সেন।

পুলিশের ৩৩৩ পদে রদবদল

প্রতিবেদন : লোকসভা ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে আইপিএস ও ডব্লুবিপিএস স্তরের ১১৬ জন আধিকারিকদের বদলি করেছিল নবান্ন। এবার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন থানাস্তরে পুলিশ অফিসারদের বদলির নির্দেশ জারি হল। জঙ্গলমহলের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলার থানার সাব ইন্সপেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরদের বদলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোট ৩৩৩ জন সাব ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরদের ভোটের আগেই রদবদল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিগত কয়েকদিন ধরে পুলিশের বিভিন্ন স্তরে রদবদল হচ্ছে। এবার পশ্চিমাঞ্চলের জেলা আসানসোল দুর্গাপুর লোকসভা, চন্দননগর, বীরভূম, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ অফিসারদের বদলি করা হল। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন থানার ৬২ জন পুলিশ অফিসারকে বদলি করা হল।

সোমবার নবান্ন থেকে রাজ্যের দমকল বিভাগের ডিজি সহ বিভিন্ন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ওসি, আইসি এবং এসডিপিওদের বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর এবার জঙ্গলমহলে সব থানায় পুলিশ অফিসারদের রদবদল ঘটানো হয়। মোট ৬২ জন সাব ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরদের রদবদল ঘটানো হয় মঙ্গলবার। জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম, বেলপাহাড়ি, বিনপুর, বেলাবেরিয়া, জামবনি, গোপীবল্লভপুর, লালগড়, সাঁকরাইল ও নয়াগ্রাম থানার পুলিশ অফিসারদের রদবদল ঘটানো হয়।

আমরাও চাই ডাবল ইঞ্জিন সরকার

সংবাদদাতা, আমডাঙা : দেশজুড়ে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে বিজেপি। লোকসভার ভোট নরেন্দ্র মোদিকে সরানোর ভোট হবে। নওশাদ সিদ্দিকী বলেছেন ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। লোকসভা ভোট তো তৃণমূলকে হারানোর ভোট নয়। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেখাক। তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে কে কার দালাল। ডায়মন্ড হারবারে আগের লোকসভায় ৩ লাখ ভোটে জেতেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ৪ লাখ ভোটে জিতবেন তিনি। বুধবার বিকাল আমডাঙার বিজয়পুরে কর্মিসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, ২০২৪-এর লড়াই

■ আমডাঙার কর্মিসভায় যুবনেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা। বুধবার।

বিজেপির বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। বিজেপি ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের কথা বলে। অর্থাৎ কেন্দ্রে ও রাজ্যেও বিজেপি। আমরা বলি, আমরাও ডাবল ইঞ্জিন সরকার চাই, রাজ্যে দিদি কেন্দ্রেও দিদি। কারণ হাজার টাকার গ্যাস যদি ৪৫০ টাকায় পেতে চান, ১২০ টাকার কেরোসিন যদি ২০ টাকায় পেতে চান, সারা বছর যদি বিনামূল্যে রেশন পেতে চান, তাহলে তৃণমূলকেই ভোট দিয়ে জেতাতে হবে। সভায় উপস্থিত বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, যারা আইএসএফে চলে গিয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলুন। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরুন। দেখবেন তারা বুঝবে। ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। বুথে বুথে গিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করুণ। মানুষের ক্ষোভ থাকলে শান্ত মাথায় শুনে সমাধান করুন। দলের দায়িত্ব বা সব পদ একা নিয়ে বসে না থেকে সবার মধ্যে ভাগ করে একযোগে কাজ করুন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে জেলায় কন্ট্রোল রুম পর্ষদের

প্রতিবেদন : যেকোনও সমস্যা সমাধানের জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে কন্ট্রোল রুম খুলছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। জেলাভিত্তিক এই কন্ট্রোল রুম আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে খোলা হবে। পরীক্ষার শেষ দিন পর্যন্ত খোলা থাকবে কন্ট্রোল রুম। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এই কথা। পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও খুঁটিনাটি জানার পাশাপাশি এবং পরীক্ষার কোনও সমস্যার কথাও জানানো যাবে কন্ট্রোল রুম নম্বরে। পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলের সুবিধার্থে এই ব্যবস্থা। পর্ষদ সভাপতির অফিসের নম্বর : ০৩৩-২৩২১৩০৮৯, সচিবের দফতরের নম্বর : ০৩৩-২৩২১৩৮৩৬, বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়ের নম্বর : ৯১৪৭১-৩৫৭৪৭, মেদিনীপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের নম্বর : ৯১৪৭১-৩৫৭৫২, উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয়ের নম্বর : ৯১৪৭১-৩৫৭৪৮, কলকাতার নম্বর ৯১৪৭১-৩৫৭৪৯। ইমেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : examwbbse@gmail.com। এ বছর ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি, বেলা ১১.৪৫ থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত চলবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হওয়ার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মাধ্যমিকের প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো-সহ একাধিক নিয়ম বাধ্যতামূলক করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

অপসারিত ডিরেক্টর

প্রতিবেদন : যৌন হেনস্থার অভিযোগে এবার অপসারিত করা হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-এর কলকাতা শাখার ডিরেক্টর-ইন-চার্জ সহদেব সরকারকে। একইসঙ্গে বাকি যে সমস্ত পদে তিনি ছিলেন সেখান থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আইআইএম-এর তরফ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই খবর জানানো হয়েছে। তাঁর বদলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক শৈবাল চট্টোপাধ্যায়কে। পদে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছিল। এরপরেই তদন্তের রিপোর্ট পেশ করা হয় আইআইএম-এর বোর্ড অব গভর্নরের কাছে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে যাবতীয় পদ থেকে। ৬ জানুয়ারি এ বিষয়ে একটি বৈঠক হয় আইআইএম-এ। সেখানে কমপ্লেন্টস কমিটির প্রস্তাবই গৃহীত হয়। ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটি বা আইসিসি জানিয়েছে, নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হয়েছে। পরবর্তী প্রক্রিয়া আইনি পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে বোর্ড অব গভর্নর্স।

তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির নয়া তালিকা

উত্তর দিনাজপুর

Sl. No.	Block	Designation	Name
1	Goalpokhar-1	President	Ahmed Reza
2	Goalpokhar-11	President	Sarafat Ali
3	Karandighi	President	Subhash Chandra Sinha
4	Hemtabad	President	Asraful Ali
5	Raiganj-1	President	Animesh Debnath
6	Raiganj-11	President	Dipankar Barman
7	Kaliyaganj	President	Nitai Baishya
8	Islampur	President	Jakir Hussain
9	Chopra	President	Priti Ranjan Ghosh
10	Itahar	President	Kartik Chandra Das
		Vice President	Palash Kumar Roy
		Vice President	Majibur Rahaman

কাজ করুন : মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

সেখানে মুখ্যসচিব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, একজন উপভোক্তারও অভিযোগ মেটানো যায়নি এমন উদাহরণ মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনে শনি-রবিবারের ছুটির দিনও বাতিল হবে। সরকারি কর্মীদের গয়ংগচ্ছ ভূমিকার কারণেই অনেক ক্ষেত্রেই উপভোক্তাদের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব তৈরি হচ্ছে। শাসকদল না চাইলেও এই পরিস্থিতি তৈরি করছেন একাংশের ওই কর্মচারীরা। অথচ সরকার চায় একজনও মানুষ যেন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন।

ফলে এখন থেকে সরকারি কাজ ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনওরকম গাফিলতি ও ফাঁকিবাজি বরদাস্ত করবে না সরকার। যে কোনও কারণেই হোক না কেন সরকারের কাজে অমনোযোগী হলে সংশ্লিষ্ট অফিসার ও কর্মীর উপর অবধারিতভাবে নামবে শাস্তির খাঁড়া। বার্তা স্পষ্ট, আসি যাই, মাইনে পাই। ১০টা-৫টা ডিউটি তাও করিতে না চাই— এই মনোভাব চলবে না। মাস শেষে সরকার যেমন বেতন দেয় সঠিক সময়ে। তেমনই কর্মীদের থেকে কড়ায়গণ্ডায় কাজও বুঝে নেবে সরকার।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
18 January, 2024 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদী সংস্কারের কাজ শুরু মার্চেই

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : আগামী মার্চেই শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীর সংস্কারের কাজ শুরু হবে। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে এই কথা জানিয়েছেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। এরপরই তিনি বলেন, সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে নদীর চারপাশ। বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে সঙ্গে নিয়ে ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদী পরিদর্শন করেন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। দীর্ঘদিন ধরেই নোংরা আবর্জনা পড়ে প্রায় বন্ধের মুখে ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদী। নব্যতা ও গতিপথ অনেক আগেই হারিয়েছে এই দুই নদী। নদী দুটির জীবন ফিরিয়ে আনতেই সেচমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব। সেই আবেদন এই সাড়া দিয়ে সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক দুই নদী সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন। এদিন শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী দুটি ঘুরে দেখেন। পুরনিগমের ১৯, ২০, ৩৬, ৩৭ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড দিয়ে নদীগুলি বয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি নদীর উপরে অবস্থিত সেতুগুলিও দেখেন। নদীগুলি পরিদর্শনের পরে সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের উদ্যোগে এই নদীগুলি সংস্কার করা হবে। এছাড়াও শিলিগুড়ি শহরের মানুষ চাইছেন নদীগুলি প্রাণ ফিরে পাক। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নদী পরিদর্শনে পার্থ ভৌমিক, গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার প্রমুখ।

ছাত্রীকে কোপ, গ্রেফতার ১

সংবাদদাতা,মালদহ : প্রেমের প্রস্তাবে 'না' করায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ। এই নৃশংস ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের যুবকের নাম উজ্জ্বল মণ্ডল(২২)। বাড়ি পুরাতন মালদহের গোয়ালপাড়া এলাকায়। মঙ্গলবার আক্রমণের ঘটনাটি ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায়। স্থানীয়রা ছাত্রীটিকে উদ্ধার করে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। স্কুল ছুটির পর ছাত্রীটি বাড়ি ফিরছিল। সেই সময়ই তার ওপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায় এক যুবক। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুরাতন মালদহ থানার পুলিশ।

মালদহে সোনাঝুরি মেলা

সংবাদদাতা, মালদহ : এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মালদহে উদ্বোধন হল সোনাঝুরি হস্তশিল্পের মেলা। ইংরেজবাজার শহরের মহানন্দা নদীর তীরে এই মেলার আসর বসে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পীরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করে স্টল তৈরি করেছেন। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসে। মেলা চলবে সাতদিন। উদ্বোধনে ছিলেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি, দুলাল সরকার, চৈতালি সরকার প্রমুখ।

২০ জানুয়ারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে শপথ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কেন্দ্রের প্রতারণার বিরুদ্ধে কোচবিহারে পথে নেমেছে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। ২০ জানুয়ারি শনিবার হবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার শপথ সভা। বুধবার হল তারই প্রস্তুতি। ছিলেন কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেবশর্মা, কোচবিহার ২ নং ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শিখা দাস, মরিচবাড়ি খোল্টা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা কোচবিহার ২ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার দফতরের কর্মাধ্যক্ষ তুলসী সরকার প্রমুখ। জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেবশর্মা জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, একশো দিনের কাজের টাকা না দেওয়া, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মহিলাদের প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে কোচবিহার জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ডাকে সংঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে শনিবার। কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে বেলা ১২টায়। এই সভায় উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

মরিচবাড়িতে প্রস্তুতি সভায় সুচিস্মিতা দেবশর্মা।

পুলিশের উদ্যোগে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

প্রতিবেদন : জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত পরিষেবা দিতে পুলিশের উদ্যোগে হল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ সেন, স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায়, রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার প্রমুখ। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে আহতদের যাতে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় সেকথা মাথায় রেখেই জলপাইগুড়ি পুলিশের তরফে রাজগঞ্জের ফাটাপুকুর মোড়ে উদ্বোধন হল প্রাথমিক সেবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেই সঙ্গে ৫০ জনকে হেলমেট বিতরণ করা হয়। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির জাতীয় সড়কের ফাটাপুকুর মোড়, তালমা, গভার মোড় সহ একাধিক স্থান দুর্ঘটনাপ্রবণ। এবার কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটলে যাতে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা করা যায় তার জন্যই এই সেবাকেন্দ্র বলে জানা গিয়েছে।

রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে কোচবিহার শহরের একাধিক রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুধবার থেকে শুরু হয়েছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। কাজ পরিদর্শন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর ও জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি জানান, কোচবিহার শহরের ১, ৬ ও ১৪ নং ওয়ার্ডের বেশকিছু রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।

অসুস্থ ছাত্রকে হাসপাতাল পাঠালেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : মানবিকতার নজির গড়লেন বিধায়ক। অসুস্থ ছাত্রকে নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। বুধবার জিতপুর হাই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই স্কুলেরই নবম শ্রেণির ছাত্র রাজ ঘোষ। এক মুহূর্ত দেরি না করে নিজের গাড়ি দিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের ওই অসুস্থ ছাত্রকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। পাশাপাশি হাসপাতাল সুপারকে ফোন করে বিষয়টি সর্বোচ্চ জরুরি ভাবে দেখতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই ছাত্রের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে তাদেরকে সরাসরি হাসপাতালে পৌঁছতে বলা হয় স্কুলের তরফে। স্কুলের শিক্ষকরা বিধায়কের গাড়িতে করেই সোজা ওই ছাত্রকে জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে, সেখানে তার মা উপস্থিত হয়ে ছেলেকে ভর্তি করেন। প্রথমে ছাত্রটির ইসিজি করা হয়, তারপর হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। অসুস্থ পড়ুয়ার মা পার্বতী ঘোষ জানান, তাঁর স্বামী দিনমজুরের কাজ করেন। ছেলে এর আগেও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অর্থের অভাবে ডাক্তার দেখাতে পারেননি। বিধায়ক তাঁর ছেলের চিকিৎসায় উদ্যোগী হওয়ায় বিধায়ককে ধন্যবাদ জানান তিনি।

হাসপাতালে অসুস্থ ছাত্রকে দেখতে সুমন কাঞ্জিলাল।

হাতির হানায় জখম

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বেশ কিছুদিন ধরে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার চলছে হাতির তাণ্ডব। বুধবার হাতির হানায় জখম হলেন এক ব্যক্তি। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। পার্শ্ববর্তী সোনাখালি জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে চলে আসছে হাতি। জঙ্গল ছেড়ে বারবার লোকালয়ে হাতি চলে আসায় বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বন দফতরের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি।

মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতায়

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বিজেপির মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগ নিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি সেল। বুধবার থেকে শুরু হল মেম্বারশিপ ড্রাইভ ক্যাম্প। ছিলেন গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রশান্ত মিত্র এবং তৃণমূল নেতা মফেজুদ্দিন মিয়া।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

18 January, 2024 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৮ জানুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

বুধবার নলহাটি ২ ব্লকের ভদ্রপুর, নওয়াপাড়া ও অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল। নওয়াপাড়া অঞ্চলে পঞ্চায়েত প্রধান রিপন শেখ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সফলদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন

বিরোধী শিবিরে ধস, প্রতিবাদসভায় যোগদান

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন যুবনেতা সুদীপ রাহা। মাঝে, প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। ডানদিকে, বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। বুধবার।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সরব রাজ্যের মানুষ। লোকসভা নির্বাচনের আগে তাই তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। প্রতিবাদ সভার মঞ্চেই বিরোধী শিবির থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ যোগদান করছেন বহু মানুষ। বুধবার মুর্শিদাবাদের সুতির প্রতিবাদ সভাতেও বিরোধী শিবির থেকে অনেকে যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী, যুবনেতা সুদীপ রাহা। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিয়েই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। বিজেপির ট্রেনি সভাপতিকে আক্রমণ শানিয়ে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, বালুরঘাটে পাত্তা না পেয়ে জঙ্গিপুরের মাটিকে বিষাক্ত করতে নোংরা খেলায় নেমেছেন তিনি। কিন্তু জঙ্গিপুরের বাসিন্দারা তাঁকে জবাব দেবে। মানুষ উন্নয়নে ভরসা রাখে। বিজেপির মিথ্যাচার মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। যুবনেতা সুদীপ রাহা বলেন, ২২ জানুয়ারি আমরা মিছিল করবই। গোটা বাংলার মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। বিজেপির নেতারা আমাদের আটকাতে পারবেন না। কেন্দ্রের এজেন্সির সম্পর্কেও এদিন একগুচ্ছ ক্ষোভ উগরে দেন যুব নেতা। তিনি বলেন, তদন্ত করে নয়, কেন্দ্রের এজেন্সি বিজেপির কথা শুনে কাজ করছে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান, জঙ্গিপুরে সাংসদ খলিলুর রহমান, সুতি বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস, নবগ্রামে বিধায়ক কানাই চন্দ্র মণ্ডল। প্রবল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে এদিন সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মঞ্চে বক্তারা যখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একের পর এক ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তখন হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছেন তাঁরাও।

মাদ্রাসা ক্রীড়ানুষ্ঠান

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ১৪তম রাজ্য মাদ্রাসা বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩-২০২৪ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৫ জানুয়ারি মালদহ স্টেডিয়ামে। সেদিন ৩৪টি ইভেন্ট হয় ওই স্টেডিয়ামে। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে সুতি থানার আহিরণ ব্যারেজ মাঠে ২০টি ইভেন্ট হয়। বাকি ৩টি ইভেন্ট হল বুধবার সেই মাঠেই। এবছর আটশোরও বেশি প্রতিযোগী রাজ্যের মাদ্রাসাগুলো থেকে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন বলে উদ্যোক্তারা জানান। প্রতিযোগীদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের ৪৮ জন রয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। বুধবার আহিরণ ব্যারেজ মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র, জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার আনন্দ রায়, মন্ত্রী তাজিমুল হোসেন, মন্ত্রী আখরুজ্জামান প্রমুখ। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, আসানসোল : সালানপুর থানার জেমারি রাজ্জাকনগর এলাকায় রেল লাইনের পাশ থেকে এক জোড়া যুবক-যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করল রেল পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুরে স্থানীয় এক বাসিন্দা রেল লাইনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই লক্ষ্য করেন এক মহিলার ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে রয়েছে। একটু এগোতেই চোখে পড়ে আর-এক যুবকের মুণ্ডহীন দেহ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় সালানপুর থানা, রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ি এবং রেল ও জিআরপি পুলিশকে। খবর পেয়েই সালানপুর ও রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ এলেও রেল পুলিশ ও জিআরপি আসে কয়েক ঘণ্টা পর।

৬১৩ উপভোক্তাকে ২ কোটি অনুদান

সংবাদদাতা, মালদহ : শ্রমিক মেলায় ৬১৩ জন উপভোক্তাকে ২ কোটিরও বেশি টাকা অনুদান দিল শ্রম দফতর। এদিন পুরাতন মালদহের সেতু মোড়ে শ্রম দফতরের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী শ্রমিক মেলা শুরু হয়। চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। মেলায় ১৮টি স্টল বসেছে। মানুষ সংশ্লিষ্ট স্টলে সচেতনামূলক পরামর্শ নেয়। এদিন অনুষ্ঠানে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ৬১৩ জন উপভোক্তাকে দুই কোটির বেশি টাকা সাহায্য করা হয়েছে।

দেগঙ্গার কোটরায় তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জনসভায় বুধবার বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উপস্থিতিতে অন্য দলের হাজার কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে।

বাইক চুরি, ধৃত

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : আন্তঃজেলা বাইক চুরি চক্রের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে মাসুম পারভেজকে গ্রেফতার করল রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে রৌশনপুর ব্যারেজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সুবর্ণরেখায় মৃতদের অস্থি বিসর্জন আদিবাসী সমাজের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রীতি মেনে মকরসংক্রান্তির দু'দিন পর বুধবার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের চরমুণ্ডি ঘাটে পরিবারের মৃত ব্যক্তির অস্থি বিসর্জনে জড়ো হলেন রাজ্য তথা পার্শ্ববর্তী ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের কয়েক হাজার মানুষ। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাঝি বাবাদের উপস্থিতিতে 'বিলেত মুলুক সবননাখা জিলিং ডাহার জাংবাহা বোহেল তুপুনৈঘাটে' অস্থি বিসর্জন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলবে আগামী তিন দিন। দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষ তাঁদের ধর্মীয় রীতি মেনে মৃত আত্মীয়ের পিণ্ডদান ও অস্থি বিসর্জন দেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই কর্মসূচিকে ঘিরে বেলিয়াবেড়া থানার তরফে আটসাঁট করা হয়েছে সুবর্ণরেখা নদীর চরমুণ্ডি ঘাটের নিরাপত্তা। নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঘাট পারগানা দাড়ু টুডু, ঘাট গড়েৎ বুদ্ধেশ্বর হেমব্রম-সহ মাঝি বাবারা।

রোগীকল্যাণে বিধায়কের টাকায় হবে কম্বল, হুইলচেয়ার ও স্ট্রেচার বিলি

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে কম্বল, হুইলচেয়ার ও স্ট্রেচার বিলির ঘোষণা করলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ও সমিতির চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে ছিলেন হাসপাতাল অধ্যক্ষ করবী বড়াল, জেলাশাসক বিধান রায়, সদস্য পলাশ দাস প্রমুখ। আশিসবাবু জানান, হুইলচেয়ার, স্ট্রেচার ও কম্বলের জন্য ২ লক্ষ টাকা আমার বিধায়ক তহবিল থেকে দেওয়ার কথা বলেছি। শীতে রোগীদের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছু কম্বল কিনলেও আরও কিছু কম্বল, হুইলচেয়ার ও স্ট্রেচারের প্রয়োজন ছিল। সভায় এ নিয়ে আশিসবাবুকে জানালে তিনি ২ লক্ষ টাকা

মঞ্জুর করেন। মেডিক্যাল কলেজে এসএনসিইউতে দশজন ডাক্তারের মধ্যে আছেন দু'জন। ৪০টি বেড আছে। একজন পড়তে চলে যাবেন। একজনকে দায়িত্ব সামলাতে হবে। কোয়ালিটি সার্ভিসের কথা মাথায় রেখে সকলেই এ নিয়ে আলোচনা করেন। জেলাশাসক নিজেই এ নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী বলে জানা গিয়েছে।

বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির প্রশংসা স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রাজের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির সার্বিক পরিকাঠামো ঘুরে দেখে ভূয়সী প্রশংসা করে গেলেন রাজ্যের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী। বুধবার পাঁচ সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং দফতরের আধিকারিকেরা শহরের ঘোড়াধরায় বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমি পরিদর্শন করে আবাসিক আর্চারদের সঙ্গে কথা বলেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে ছেলেমেয়েরা থেকে লেখাপড়া করে, প্রশিক্ষণ নেয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী বলেন, "এখানে সুন্দর পরিবেশ ভাল লাগল। আর্চারিকে আপডেট করার জন্য সরকার চেষ্টা করছে। বহু ছেলেমেয়ে দূরদূরান্ত থেকে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় গ্রাউন্ড লেভেল

আর্চারিতে প্র্যাকটিস বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীর।

থেকে প্রতিভা তুলে আনার চেষ্টা করেন।'' উল্লেখ্য, ২০১৪-র জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রামে রাজ্য স্তরের এই আর্চারি অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করেন। ২০১৮ থেকে বিভিন্ন জেলায় ক্যাম্পের মাধ্যমে নির্বাচিত আর্চারদের নিয়ে আবাসিক এই অ্যাকাডেমি চালু হয়। বর্তমানে এখানে ১৪-১৮ বছর বয়সি আবাসিকের সংখ্যা ২১। ১০ জন মেয়ে, ১১ জন ছেলে। ২০২২ সালের এশিয়াডে দলগত বিভাগে সোনা এবং ২০২৩ সালে রৌপ্যপদক আসে এখানকার আবাসিক জুয়েল সরকারের হাত ধরে। এ পর্যন্ত জাতীয় স্তরে ৪০ এবং রাজ্য স্তরে ৩০টি পদক এসেছে অ্যাকাডেমির আবাসিক আর্চারদের হাত ধরে। আর্চার জুয়েল সরকার ২০২৪ অলিম্পিকের জন্য দেশে ১৯ র‍্যাঙ্ক করে। অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর মেহেবুব বাজ বলেন, "স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। ওঁরা অ্যাকাডেমির পরিকাঠামো দেখে খুশি হয়েছেন।''

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জোড়া হাতির হানায় তছনছ ফসল, রাতভর ৬ বাড়ি ভাঙল আরেক দাঁতাল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বুধবার ভোরে ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিটের বনকাটি গ্রামের সটেন মাহাত ও বিজয় মাহাতর কয়েক বিঘা জমির শশা খেয়ে, পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করল জোড়া হাতি। পরে পুকুরিয়া গ্রামের সরোজ রায়ের ধানের গুদামে হানা দিয়ে ধান খাওয়ারও চেষ্টা করে। অন্যদিকে মানিকপাড়া রেঞ্জের কুসুমঘাটি বিটের লালগেড়িয়া গ্রামের জয়দেব মাহাত ও উমাপদ মাহাতর বাড়ির জানালা ভেঙে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করে আরেকটি হাতি। মঙ্গলবার রাতভর সাঁকরাইল ব্লকের কুমোরদা ও জামবেদিয়া গ্রামে তাণ্ডব চালিয়ে পর পর ৬টি মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করে হাতিটি। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। হাতির ভয়ে কনকনে ঠান্ডায় চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন আতঙ্কিত মানুষজন।

ঝাড়গ্রাম

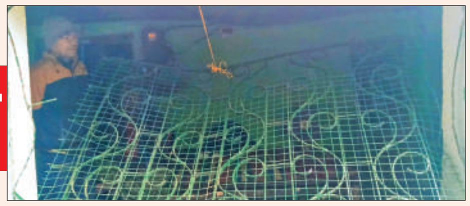

হাতি ভাঙল ধানের গোডাউনের লোহার গেট।

পরে স্থানীয় মানুষজনই হাতিটিকে তাড়া করলে গ্রামের পাশে জঙ্গলে চলে যায় সেই দাঁতাল। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকপাড়া রেঞ্জ এলাকায় তিনটি হাতি ও ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিট এলাকায় দুটি হাতি রয়েছে। বন দফতরের পক্ষ থেকে গ্রামের মানুষকে মাইকিং করে সচেতন করার কাজ চলছে। প্রায় রোজ সন্ধ্যা নামলেই হাতির তাণ্ডবের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মানুষজন।

খেজুরিতে বিজেপিতে ভাঙন ফের তৃণমূলে ৭৮ দলত্যাগী

খেজুরির ভিড়ে ঠাসা জনসভায় তৃণমূলে যোগ বিজেপি ছেড়ে আসা মানুষের।

সংবাদদাতা, খেজুরি : খেজুরি বিধানসভা এলাকায় ফের বিজেপিতে ভাঙন। কিছুদিন আগেই এখানে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন অনেকে। এবার ৭৮ জন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে এলেন। কেন্দ্রের বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা ও আবাস যোজনার টাকা বন্ধের প্রতিবাদে খেজুরি ২ ব্লক তৃণমূলের ডাকে মহামিছিল ও প্রতিবাদসভা ছিল বুধবার। সেই সভায় বিজেপি ছেড়ে যোগ দেন এঁরা। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে নবাগতদের স্বাগত জানান, রাজ্য তৃণমূল সম্পাদক ও মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা, জেলা সভাধিপতি তথা বিধায়ক উত্তম বারিক। সভায় ছিলেন খেজুরির প্রাক্তন বিধায়ক রঞ্জিত মণ্ডল, খেজুরি ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি শ্যামলকুমার মিশ্র প্রমুখ। তন্ময় ঘোষ ও পীযূষকান্তি পন্ডা মহামিছিলেও পা মেলান। মহামিছিল ও প্রতিবাদসভায় খেজুরির বাসিন্দাদের বিপুল উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তন্ময় বলেন, 'ধর্ম নিয়ে বেশিদিন রাজনীতি চলতে পারে না। লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে মানুষ ততই বিজেপিকে হাড়ে হাড়ে চিনছে। তাই গেরুয়া শিবির থেকে দলে দলে মানুষ তৃণমূলে চলে আসছেন।' পীযূষকান্তি বলেন, 'একুশের বিধানসভা ভোটে খেজুরি যে ভুল করেছিল, আগামী লোকসভা ভোটে তা শুধরে নেবে। দফায় দফায় খেজুরিতে তৃণমূলে যোগদান তারই ইঙ্গিত।'

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই প্রমাণ দিদি আপনাদের পাশে আছেন

সংবাদাদাতা, মুরারই : লোকসভার ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই সাংসদ শতাব্দী রায় কনকনে শীতেও বুধবার সারাদিন ঠাসা দলীয় কর্মসূচির মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। এরই মাঝে কখনও গৌরাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী দিলরুবা খাতুনদের সঙ্গে সেলফি তুললেন। বিদ্যালয়ের ৬৩তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে মঞ্চ থেকে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মেয়েদের ভাল লাগাগুলোর সঙ্গে বেড়ে উঠতে দিন। মোবাইলের বাইরে নাচগান যে যা ভালবাসে করতে দিন। বেশ কিছুক্ষণ ছাত্রীদের সঙ্গে সময় কাটান তিনি। এরপর মুরারই ১ ব্লকের আইসিডিএস কর্মীদের সভায় যোগ দিয়ে তিনি বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। তার মানে দিদি আপনাদের পাশে আছেন। প্রতিটি পরিবারে কত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। দিদি আপনাদের জন্য ভাবেন। আমাদের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা দূরত্ব থাকে। আমরা চেষ্টা করি সেই ব্যবধানটা কমানোর। খেয়াল করে দেখবেন, সরকারি ও বেসরকারি সব দফতরে এই ব্যবধান আছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আইসিডিএস কর্মীদের ক্ষোভ আছে। কারণ কেন্দ্র তাঁদের প্রদেয় অর্থ দিচ্ছে না। আমরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে হকের টাকা আদায় করব।

মুরারইয়ে কর্মসূচিতে সাধারণের সঙ্গে সেলফি তুললেন শতাব্দী।

বিজেপি কাউন্সিলর-সহ ধৃত তিন ভুয়ো ফায়ার অফিসার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মেমারির চেকপোস্ট, তাতারপুর এলাকার একাধিক দোকানে গিয়ে ফায়ার অফিসার পরিচয় দিয়ে চড়াদামে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বিক্রি এবং ব্যবসায়ীদের ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে এক মহিলা-সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল মেমারি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত শিবশঙ্কর প্রজাপতির বাড়ি উত্তরপ্রদেশের ভাদোহী জেলার বাহারিয়া। অন্যদিকে দীপক প্রসাদ এবং পুজা সাউয়ের বাড়ি হালিশহরের লালকুঠিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার মেমারির তাতারপুরে ফায়ার লেখা গাড়ি দাঁড় করিয়ে তিনজন ফায়ার অফিসার পরিচয় দিয়ে ফায়ার লাইসেন্স এবং দোকানের ট্রেড লাইসেন্স দেখতে চায়। না দেখাতে পারলে মোটা টাকা জরিমানার ভয় দেখিয়ে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কেনার চাপ দেয়। পাশাপাশি ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, মহিলা নিজেকে বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলর হিসাবে পরিচয় দিয়ে হম্বিতম্বি করছেন। সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয়রা খবর দেন মেমারি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। ফায়ার অফিসারের কোনও বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে না পারায় তিনজনকেই গ্রেফতার করা হয় ও তাদের ব্যবহৃত গাড়ি-সহ সঙ্গে আনা প্রচুর অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

ধৃত তিন ভুয়ো অফিসার।

জামবনিতে শুরু হল সৃষ্টিশ্রী মেলা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে সৃষ্টিশ্রী মেলার উদ্বোধন হল জামবনি ব্লকে। উদ্বোধন করেন জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল। ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি-সহ অন্যরা। মেলা চলবে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলায় জেলার ৮টি ব্লক যোগ দিয়েছে। মূলত স্বসহায়ক দলের মহিলাদের তৈরি জিনিসপত্রের সম্ভারে সাজানো হয়েছে মেলা।

মুরগির বাচ্চা বিলি প্রশাসনের

সংবাদদাতা, সালানপুর : সালানপুর ব্লকের ১১টি পঞ্চায়েতের ৪০০ উপভোক্তাকে স্বনির্ভর করতে মঙ্গলবার ৪ হাজার মুরগির বাচ্চা তুলে দিল বিএলডিও দফতর এবং সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতি। বিডিও অফিসের সামনে এই মুরগির বাচ্চা বিলি কর্মসূচি আয়োজিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সালানপুরের বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৈলাসপতি মণ্ডল, সহ সভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র, বিএলডিও শুভাশিস পাল-সহ অনেকে।

রাজ্যের নয়া সিদ্ধান্ত, ফ্ল্যাট কেনায় ক্রেতাদের আরও সুবিধা

প্রতিবেদন : সাধারণ মানুষের জন্য সুখবর। এবার থেকে ফ্ল্যাট কিনতে গেলে সুপারবিল্ড এরিয়া নয়, কার্পেট এরিয়ার ওপর রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি নেবে রাজ্য সরকার। বুধবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে রাজ্যের অর্থ দফতরের ইনসপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন বিভাগ। এবার থেকে রাজ্য সরকার ফ্ল্যাটের বাজার দর অর্থাৎ ভ্যালুয়েশন ঠিক করবে, কার্পেট এরিয়ার উপর ভিত্তি করে। ফলে ক্রেতারা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। পাশাপাশি ঠিক হয়েছে, মেকানিক্যাল গ্যারাজ থাকলে রেজিস্ট্রি ফি-এর সঙ্গে এবার থেকে স্ট্যাম্প ডিউটিও দিতে হবে। এটি আগে দিতে হত না। সাধারণ গ্যারাজের থেকে এই গ্যারাজের পার্থক্য রয়েছে। মেকানিক্যাল গ্যারাজে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গাড়ি ধোয়ার কাজ করা যায়। এক আধিকারিকের কথায়, সুপারবিল্ড এরিয়ার উপর ভ্যালুয়েশন করার ফলে ক্রেতাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হত। যেমন, ফ্ল্যাট কেনাবেচা শুরুর সময়ে কার্পেট এরিয়ার ৫ শতাংশ নিয়ে সুপারবিল্ড বলে ধরা হত, পরে ১০ শতাংশ হয়। এখন লিফটের সুবিধাযুক্ত আবাসনে কার্পেট এরিয়ার সঙ্গে আরও ২৫ শতাংশ জুড়ে সুপারবিল্ড এরিয়া ধরা হচ্ছে। পুরনো ফ্ল্যাট বিক্রি করার সময়ে সুপারবিল্ড এরিয়ার এই তারতম্যে সরকারের ভ্যালুয়েশন করতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মিউটেশন করার সময়ে ফ্ল্যাট মালিককে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সুপারবিল্ড এরিয়া যাতে ৫ শতাংশ আছে, বিক্রি করার সময়ে তা ২৫ শতাংশ ধরা সম্ভব নয়। ফলে জটিলতা তৈরি হচ্ছিল। তাই কার্পেট এরিয়ার উপর ভ্যালুয়েশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাওড়ার রেজিস্ট্রেশন বিভাগের এক আধিকারিক বললেন, লিফটের ক্ষেত্রে পুরনো নিয়ম বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ কোনও আবাসনে লিফট থাকলে প্রতি বর্গ ফুটের জন্য রাজ্য সরকারকে ১০০ টাকা করে দিতে হবে। কিন্তু সিঁড়ি বা কমন এরিয়ার জন্য সরকারকে কিছু দিতে হবে না। অর্থ দফতরের এক আধিকারিক জানান, নতুন সিদ্ধান্তে সরকারের আয় একটু কমলেও ফ্ল্যাট ক্রেতাদের সুবিধা হবে। কেনাবেচাও বাড়বে। ক্রেডাই-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি সুশীল মোহতা জানিয়েছেন, অর্থ দফতরকে আমরা অনেক আগেই এই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। নতুন সিদ্ধান্তে তাই আমরাও খুশি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিল্পপতি গৌতম আদানিকে কড়া রাজনৈতিক আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এদিকে, তাঁর দলের নেতা তথা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি মউ স্বাক্ষর করলেন আদানি গোষ্ঠীর একাধিক সংস্থার সঙ্গে। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে গিয়ে মউ স্বাক্ষর হল গৌতম আদানির উপস্থিতিতে

দিল্লি দরবার

বিশ্বের শক্তিশালী মুদ্রার তালিকা
১৫ নম্বরে ভারত
প্রথম কুয়েতি দিনার, দশম স্থানে ডলার

প্রতিবেদন : বিশ্বের শক্তিশালী মুদ্রার ক্রমতালিকা প্রকাশিত হয়েছে। আর সেখানেই ভারতের স্থান ১৫ নম্বরে। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের ১৮০টি মুদ্রাকে আইনি দরপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যে মার্কিন ডলার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন 'ফোর্বস'-এর বিচারে শক্তিশালী মুদ্রার তালিকায় মার্কিন ডলার দশম স্থানে রয়েছে। বিশ্বের দশটি শক্তিশালী মুদ্রার মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে কুয়েতি দিনার। এক কুয়েতি দিনার ভারতীয় ২৭০.২৩ টাকা এবং ৩.২৫ মার্কিন ডলারের এর সমান। এরপর রয়েছে বাহরিনের দিনার, যার মূল্য ২২০.৪ টাকা এবং ২.৬৫ মার্কিন ডলার। তৃতীয় স্থানে ওমানি রিয়াল মুদ্রা (২১৫.৮৪ টাকা এবং ২.৬০ মার্কিন ডলার) রয়েছে। এরপর তালিকা অনুযায়ী, জর্ডানিয়ান দিনার (১১৭.১০ টাকা এবং ১.১৪১ ডলার), জিব্রাল্টার পাউন্ড (১০৫.৫২ টাকা এবং ১.২৭ মার্কিন ডলার), ব্রিটিশ পাউন্ড (১০৫.৫৪ টাকা এবং ১.২৬ মার্কিন ডলার), কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের ডলার (৯৯.৭৬ টাকা এবং ১.২০ মার্কিন ডলার), সুইস ফ্রাঙ্ক (৯৭.৫৪ টাকা এবং ১.১৭ মার্কিন ডলার) এবং ইউরো (৯০.৮০ টাকা এবং ১.০৯ মার্কিন ডলার)। মার্কিন ডলার এই তালিকার শেষ অর্থাৎ দশম স্থানে রয়েছে (ভারতীয় টাকায় এক মার্কিন ডলার এর মূল্য ৮৩.১০ টাকা)। র‍্যাঙ্কিং অনুসারে ফোর্বস বলেছে, ইউএস ডলার বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবসা করা মুদ্রা এবং এটি প্রাথমিক রিজার্ভ মুদ্রা। এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এটি বিশ্বের শক্তিশালী মুদ্রাগুলির মধ্যে দশম স্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বা আইএমএফের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকা বলছে, ক্রম তালিকায় পঞ্চদশ স্থান পেয়েছে ভারত। ফোর্বস আরও জানিয়েছে, সুইস ফ্রাঙ্ক, সুইজারল্যান্ড এবং লিচেনস্টাইন মুদ্রা, ব্যাপকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে স্থিতিশীল মুদ্রা হিসাবে বিবেচিত হয়। তালিকাটি ১০ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত মুদ্রার যে ক্রমমান রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

নির্লজ্জ! অন্য দল ভাঙাতে এবার কমিটি গঠন করল বিজেপি

নতুন চেহারায় অপারেশন কমল?

প্রতিবেদন: আর গোপনে নয়, এবার প্রকাশ্যেই দল ভাঙানোর খেলায় নেমে পড়তে চলেছে বিজেপি। অবিজেপি রাজ্যগুলিতে অন্য দল ভাঙিয়ে নিজেদের সরকার গঠনের চেষ্টা তো আছেই, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে লোকসভা ভোটের আগে সংগঠিতভাবে দল ভাঙানোর খেলা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি বাড়ানোর কথা বলে কংগ্রেস সহ বিরোধীদলের নেতা, সাংসদ ভাঙাতে কমিটি গঠন করেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, পার্টির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে এবং সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষকে নিয়ে যোগদান কমিটি নামে একটি উচ্চ-স্তরের প্যানেল গঠন করেছে নরেন্দ্র মোদির দল। বোঝাই যাচ্ছে, এবারও ভোটের আগে সব রাজ্যে অন্য দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা-কর্মী ভাঙিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করবে গেরুয়া শিবির। প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচনে নিজেদের জয় নিয়ে নিঃসন্দেহ হলে এমন কাণ্ড করতে হচ্ছে কেন বিজেপিকে? পাশাপাশি নৈতিকতার নিরিখেও চরম অগণতান্ত্রিক কাজ এই দল ভাঙানোর খেলা। বস্তুত ২০১৪ সালে মোদি জমানা শুরু হওয়ার পর থেকেই দল ভাঙানো ও সরকার ভাঙানোকে কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে মোদি-শাহের দল। আর দল ভাঙানোর কাজ মসৃণ করতে একদিকে আর্থিক ও পদের প্রলোভন এবং অন্যদিকে সিবিআই-ইডির মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ময়দানে নামিয়ে গ্রেফতারির ভয় দেখিয়ে এবং বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে।

দল ভাঙানোর জন্য তৈরি হওয়া কমিটির কাজ কী? বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এই কমিটি দলবদলুদের স্ক্রিনিং করবে এবং গেরুয়া শিবিরে অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করে সিদ্ধান্ত নেবে। যোগদান শিবিরের নামে দলের সশক্তিকরণের কথা বলা হলেও মূল লক্ষ্য হতে চলেছে অন্য দল ভাঙানো। ভয় আর প্রলোভনই এক্ষেত্রে বিজেপির হাতিয়ার। পাশাপাশি বিরোধীদের আরও দুর্বল করতে এই উদ্যোগ। বিজেপির এক শীর্ষস্থানীয় নেতা বলেছেন, নির্বাচনী লড়াই এবং আদর্শগতভাবে দুর্বল এমন এলাকায় নিজেদের দলকে শক্তিশালী করতে দলবদলুদের স্বাগত জানানো ছাড়া গতি নেই বলে মনে করছে বিজেপি। যাঁরা বিজেপির রণনীতি তৈরি করছেন তাঁরা মনে করছেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ধরনের যোগদান কর্মসূচি গেরুয়া শিবিরের পক্ষে ব্যাপক হাওয়া তৈরির সহায়ক হবে। জনমতকে প্রভাবিত করে ভোটের পরিবেশকে দলের পক্ষে নিয়ে আসবে। লোকসভা ভোটের আগে মোদির দলের প্রধান লক্ষ্য হবে কংগ্রেস এবং স্থানীয় প্রধান প্রভাবশালী নেতাদের দলত্যাগ নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট এলাকায় বিরোধী দলকে দুর্বল করে দেওয়া। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে ২০২১ সালে ঠিক যে কায়দায় শাসক দল ভাঙানোর নির্লজ্জ খেলা শুরু করেছিল বিজেপি, এবার কমিটি গঠনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার বেলাগাম প্রয়োগ করবে নরেন্দ্র মোদির দল।

শৈত্যপ্রবাহ থেকে এখনই মুক্তি নেই, দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩-এর কম

প্রতিবেদন : প্রবল শীতে বিপর্যস্ত উত্তর ভারত তথা রাজধানীর জনজীবন। প্রতিদিন পাল্লা দিতে চলছে পারদ পতন। বুধবার দিল্লির কিছু এলাকায় তাপমাত্রা নামল ৩-এর নিচে। সেই সঙ্গে কুয়াশায় দৃশ্যমানতা ভোরে দাঁড়াল মাত্র ২০০ মিটারে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুসারে এই শৈত্যপ্রবাহ অন্তত ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত জারি থাকবে। সোমবার থেকে রাজধানীর মানুষ ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে বুধবার দিল্লির জাফরপুর এলাকায় বুধবার তাপমাত্রা ছিল ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিমানবন্দর পালাম এলাকার তাপমাত্রা নামে ৩.৫ ডিগ্রিতে। কুয়াশার জেরে বিপর্যস্ত হয় বিমান ওঠা-নামা। প্রায় ১২০টি বিমানের সময় পরিবর্তন হয়। দিল্লিগামী ২০ টি ট্রেন দেরিতে চলে।

দিল্লি সংলগ্ন রাজ্যগুলিতেও অল্প সময়ের মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তনের লক্ষণ নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশে তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। তবে উত্তর ও উত্তর-পূর্বের বেশ কিছু রাজ্যে রয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। এর মধ্যে রয়েছে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম। পূর্বাভাস অনুযায়ী ১৭-২১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিহার, উত্তর রাজস্থানের বিচ্ছিন্ন অংশে, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে ঘন কুয়াশা থাকবে। এ ছাড়াও একই সময়ে অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশাতে ঢাকা থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

ফের রণক্ষেত্র মণিপুর: খুন ২ নিরাপত্তারক্ষী, জারি কার্ফু

প্রতিবেদন : নতুন করে ফের রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উত্তর-পূর্বের বিজেপি-শাসিত রাজ্য মণিপুর। বুধবার সকালে উগ্রপন্থীদের হামলায় মৃত্যু হল দুই পুলিশ কম্যান্ডোর। ঘটনাটি ঘটেছে ইম্ফল থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরের সীমান্ত এলাকায়। এরপর থেকেই উত্তপ্ত হয় এলাকার পরিস্থিতি। এলাকায় জারি করা হয়েছে কার্ফু।

মণিপুর পুলিশ সূত্রের খবর, মণিপুর রাইফেলসের মৃত আধিকারিকের নাম ওয়াংখেম সমরজিৎ, তিনি পশ্চিম ইম্ফলের মালমের বাসিন্দা। নিহত অন্যজনের নাম থাকেল্লবাম শৈলেশ। কয়েকদিন আগেই কুকি সম্প্রদায়ের দুজনকে রাজ্য পুলিশ গ্রেফতার করেছিল এক পুলিশ অফিসারকে খুনের অভিযোগে। তারপর থেকেই বড় প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। তার জেরেই এই খুনের ঘটনা। জানা গিয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীদের ক্যাম্পে এদিন প্রথমে বোমা ছোঁড়ে হামলাকারীরা, তারপর নাগাড়ে গুলি চালানো হয়। আরও জানা গিয়েছে, ওই বেসক্যাম্পে আরপিজি শেল পর্যন্ত ছোড়া হয়। তার জেরে সেনার একাধিক গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুকিদের দাবি, মোরে থেকে রাজ্য পুলিশকে সরিয়ে দিতে হবে। তারা সেখানে শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী চায়। উল্লেখ্য, গত বছর মে মাস থেকে যে হিংসা মণিপুরে শুরু হয়েছিল তা থামার তো লক্ষণ নেই, উল্টে উত্তরোত্তর বাড়ছে। রাজ্যের পুলিশের বিরুদ্ধে ভূরি-ভূরি অভিযোগ তুলেছে কুকি সম্প্রদায়ের মানুষ। অভিযোগ, তাঁদের উপর দফায় দফায় হামলা চালিয়েছে পুলিশই। যদিও পুলিশ এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বাংলা-পাঞ্জাবের সৌভ্রাতৃত্ব বহুদিনের

(প্রথম পাতার পর)

আপনাদের ভাষাও আমি বুঝি। আপনাদের ধর্মগুরুদের প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে পঞ্জাবের বিরাট অবদান রয়েছে। আন্দামান সেলুলার জেলে দেখে এসেছি বাঙালিদের পাশাপাশি প্রচুর পাঞ্জাবিদেরও নাম রয়েছে। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে সব থেকে বেশি শহিদ হয়েছেন।

আমি প্রতি বছরই আপনাদের অনুষ্ঠানে আসি। কলকাতায় গুরুদোয়ারা রয়েছে, আমি সেখানেও যাই। আমাদের পরিবারের গৃহবধূ রুজিরাও আপনাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যায়। সেও পাঞ্জাবি। তার বাচ্চারাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং পাঞ্জাবি ভাষাও বলতে পারে। আমিও আপনাদের পরিবারেই একজন।

চন্দ্রিমা-শশীর নেতৃত্বে পথে আইসিডিএস-আশাকর্মীরা

(প্রথম পাতার পর)

সেইসঙ্গে আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে।

ডাঃ শশী পাঁজা বলেন, কেন্দ্র বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে আইসিডিএস প্রকল্প নিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে একমাত্র তৃণমূল। বিজেপি বা সিপিএম কিছু করেনি আইসিডিএস প্রকল্পের কর্মী-সহায়কদের জন্য। বিজেপি কোনওদিন গরিবদের কথা ভাবেনি। তফসিলি জাতি-উপজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের কথাও ভাবেনি। তাই আইসিডিএস প্রকল্পে নিয়োগের বয়স কমিয়ে ৪৫ থেকে ৩৫ করে দিয়েছে কেন্দ্র। তিনি বলেন, ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে প্রোমোশন পেয়ে সহায়িকারা কর্মী হতে পারেন। কেন্দ্র সেখানেও বাধার সৃষ্টি করছে। নানাভাবে রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেতনের টাকা দিচ্ছে না। রাজ্য কিন্তু বেতন বন্ধ হতে দেয়নি। উপরন্তু অবসরকালীন ভাতা ৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর কেন্দ্র শুধু নাম পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত।

মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, কেন্দ্রের একটাই লক্ষ্য— প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া। সেজন্য যাবতীয় চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের কষ্ট বোঝেন। তাই তিনি সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই চলবে। আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তৃণমূল। তিনি কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে বলেন, গরিব মানুষের কথা ভাবেনি কেন্দ্র। এদের বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পে কেউ বাঁচেও না, পড়েও না। আমাদের দাবি, ৯০ শতাংশ অর্থ দিতে হবে কেন্দ্রকে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এক বছরেই ৩০০ কোটি টাকা আয় কমে গেল অ্যাপলের সিইও টিম কুকের। ইউএস সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অ্যাপল জানায়, ২০২৩ সালে কুকের আয় ৫২৪ কোটি টাকা। বেতনের পাশাপাশি ভাতা, শেয়ার বাজার ও সংস্থার লভ্যাংশ থেকে আয় করেছেন টিম কুক

বিশ্ববাজারে ৪০ শতাংশ চাকরি ধ্বংস করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

আগাম আশঙ্কা জানালেন আইএমএফ প্রধান

প্রতিবেদন : সামনের দিন ভয়ঙ্কর। আরও সংকুচিত হবে কর্মসংস্থানের পরিবেশ। মানুষের কাজ কেড়ে নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)। শুরু থেকেই এই আশঙ্কা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের বাড়বাড়ন্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আইএমএফ)। তাদের দাবি, বিশ্বের ৪০ শতাংশ চাকরি কমে যেতে পারে নানা ক্ষেত্রে এআই-এর প্রয়োগের জেরে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী তৈরি হবে চাকরি সঙ্কট। স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রও ক্রমশ সংকুচিত হবে।

আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিভার মতে, বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশগুলিতে বিপুল সংখ্যক কর্মী চাকরি হারাতে পারেন এআই-এর দৌলতে। বিভিন্ন সংস্থার কর্ণধাররা চাইবেন এআই ব্যবহার করে মানবসম্পদের ব্যবহার কমাতে। বহু মানুষের চাকরি ধ্বংস করলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে বিশ্ববাজারে উৎপাদন বাড়বে এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ভাল হবে বলেও আশা। আইএমএফ প্রধানের বক্তব্য, এআই-এর বাড়বাড়ন্তের কারণে বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রভাব দেখা যেতে চলেছে। ইতিমধ্যেই একদিকে বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে শুরু হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর প্রয়োগ। দিন-দিন এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কারণেই বহু মানুষ চাকরি হারাতে পারেন, কর্মক্ষেত্র থেকে বহু চাকরি একেবারে উধাও হয়ে যেতে পারে এই একই কারণে।

তবে আশঙ্কার পাশাপাশি কিছুটা স্বস্তির কথাও শুনিয়েছেন ক্রিস্টালিনা। তিনি বলেন, একদিকে যেমন চাকরি কমবে অন্যদিকে তেমনই নতুন চাকরি তৈরি হবে বাজারে। যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নয়ন ঘটছে, তাতে কর্মক্ষেত্রে নতুন দিক খুলছে। উচ্চবেতন ও উচ্চপদে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি সবদিকেই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন মানুষ। বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে। তবে এআই-এর ব্যবহার মনুষ্যত্বের উপকারে যাতে ব্যবহার করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে মানুষকেই।

হুথিদের বিরুদ্ধে অভিযানে নিখোঁজ দুই মার্কিন কমান্ডো

প্রতিবেদন : লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজে বারবার হামলা চালাচ্ছে ইয়েমেনের হুথি বাহিনী। গত বৃহস্পতিবার ইয়েমেনে হুথিদের ঘাঁটিতে হামলাও চালিয়েছে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবার গোপন অভিযান চালাতে গিয়ে নিখোঁজ মার্কিন ফৌজের দুই কমান্ডো। তাঁদের উদ্ধার করতে অভিযানে নেমেছে মার্কিন সেনার সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম। বেশ কয়েক মাস ধরেই ইরানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করছে আমেরিকা। সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক জলসীমায় নজরদারির পাশাপাশি হুথিদের অস্ত্রভাণ্ডার খুঁজে বের করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল নেভি সিলস কমান্ডোদের। সেখানেই হুথিদের অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজ মেলে। যার মধ্যে ছিল ইরানে তৈরি ব্যালিস্টিক মিসাইলের অংশ, ক্রুজ মিসাইল, জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র-সহ একাধিক অস্ত্রশস্ত্র। এই দিয়েই জলপথে আক্রমণ করত জঙ্গি গোষ্ঠী বলে অভিযোগ। সোমালিয়া উপকূলে থাকা জাহাজটি থেকে অভিযান শুরু করে মার্কিন নৌসেনার নেভি সিলস। সেই অভিযানে গিয়ে নিখোঁজ ২ মার্কিন কমান্ডো।

জোট নিয়ে বেসুরো মান

প্রতিবেদন : চণ্ডীগড় পুরনিগমে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করেছে আপ এবং কংগ্রেস। আপ নেতা রাঘব চাড্ডা ঘোষণা করেছিলেন, এটা ইন্ডিয়া জোটের প্রথম জয়। তার ঠিক পরই ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। ঘোষণা করলেন, পাঞ্জাবের ১৩ আসনের ১৩টিই জিতবে আপ। অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার কোনও প্রশ্ন নেই।

বুধবার পাঞ্জাবে আপের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান জানান, পাঞ্জাবের ১৩ লোকসভা আসনের ১৩ টিতেই জিতবে আপ। অর্থাৎ ১৩ আসনেই প্রার্থী দেবে সেরাজ্যের শাসকদল। কোনও আসন ছাড়া হবে না কংগ্রেসের জন্য। পাঞ্জাবে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দিলেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অনেকে অবশ্য বলছেন, এ হল চাপের কৌশল। যাতে জোট হলেও নির্ণায়ক শক্তি হয় আপই।

মহুয়াকে উচ্ছেদের নোটিশে হুমকি

প্রতিবেদন: রাজনৈতিক প্রতিহিংসার খারাপ নজির। তৃণমূলনেত্রী মহুয়া মৈত্রকে জানানো হল, অবিলম্বে তাঁর সাংসদ হিসাবে পাওয়া সরকারি বাংলো খালি না করলে বলপ্রয়োগের রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য হবেন সরকারি আধিকারিকরা। নজিরবিহীনভাবে এক প্রাক্তন মহিলা সাংসদকে উচ্ছেদের নোটিশ পাঠালো বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। মহুয়া মৈত্রকে এই নোটিশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় গৃহ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ ডাইরেক্টরেট অফ এস্টেটস (ডিওই)। নোটিশে বলা হয়েছে, পত্রপাঠ বাংলো খালি না করলে বলপ্রয়োগ করা হবে। বাংলোটি দ্রুত খালি করতে ডিইও আধিকারিকদের একটি দলকে সেখানে পাঠানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের এই তাড়াহুড়ো যে পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তা বলছেন বিরোধীরা।

১৯ মাসে সর্বোচ্চ পতন

প্রতিবেদন : শেয়ারবাজারে বিরাট পতন। বুধবার সেনসেক্স (বিএসই সেনসেক্স) এবং নিফটি (এনএসই নিফটি)তে তীব্র পতন হয়েছে। বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেনসেক্স ১০০০ পয়েন্টের বেশি কমে যায় এবং ৭২০০০-এর নিচে চলে যায়। এই সময় নিফটি ২১৬৫০-এর নিচে খুলেছে। এরপর শেয়ারবাজারে

শেয়ার বাজার

ব্যাপক ওঠানামা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই পতনের ফলে বুধবার বিনিয়োগকারীদের সম্পদ থেকে ৪.৫৯ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

গত ১৯ মাসে এটি সেনসেক্স এবং এনএসই সূচক নিফটি, উভয়ের জন্যই একক দিনের বৃহত্তম পতন। যেখানে সেনসেক্স ১,৬২৮ পয়েন্ট কমে ৭১,৫০০.৭৬-এ দিন শেষ করে, নিফটি ৪৬০.৩৫ পয়েন্ট বা ২.০৯ শতাংশ কমে ২১,৫৭১.৯৫-এ স্থির হয়। এর আগে গত ১৩ জুন, ২০২২ সালে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ একক দিনের সবচেয়ে বড় ক্ষতির সাক্ষী হয়েছিল। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির মার্কেট ক্যাপ ৪,৫৯,৩২৭.৬৪ কোটি কমে ৩, ৭০,৩৫, ৯৩৩.১৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার বাজার পতনের দুই দিনে, বিনিয়োগকারীদের সম্পদ ৫,৭৩,৫৭৬.৮৩ কোটি টাকা কমেছে।

সামরিক শক্তিতে ‘সর্বশক্তিমান’ আমেরিকাই, নয়া রিপোর্ট প্রকাশ

প্রতিবেদন: সমরসজ্জার নিরিখে আরও একবার নিজেকে সর্বশক্তিমান প্রমাণ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের সামরিক শক্তির মানদণ্ডে এক নম্বর জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হল বাইডেনের দেশ। পিছিয়ে নেই ভারতও।

আন্তর্জাতিক সামরিক শক্তি পর্যবেক্ষণ ওয়েবসাইট গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইনডেক্সের তরফে সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সামরিক শক্তির নিরিখে বিশ্বের সবথেকে শক্তিধর দেশ হল আমেরিকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া ও তৃতীয় স্থানে চিন। ভারত রয়েছে চতুর্থ স্থানে। সেরা দশের তালিকায় রয়েছে পাকিস্তানের নামও। সামরিক শক্তির বিচারে নবম শক্তিশালী দেশ পাকিস্তান।

মূলত সেনার সংখ্যা, সামরিক অস্ত্র, যুদ্ধবিমান, সেনার কৌশলগত অবস্থান, ভৌগোলিক অবস্থান, এমনকী দেশের আর্থিক অবস্থার মতো ৬০টি বিষয় বিশ্লেষণ করে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বের মোট ১৪৫টি দেশের মধ্যে এই শক্তির বিচার করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, প্রথম দশের তালিকায় নেই ফ্রান্স, যে দেশ থেকে রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে শোরগোল হয় ভারতে।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বিশ্বের সেরা ১০ শক্তিশালী দেশের তালিকা। এতা ক্রমপর্যায় অনুসারে রয়েছে: আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন, জাপান, তুরস্ক, পাকিস্তান, ইতালি।

অন্যদিকে, সবথেকে কম সামরিক শক্তিশালী দেশগুলির তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে প্রথম স্থানেই রয়েছে ভুটান। বাকি একাধিক ছোট দেশও এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বিশ্বের সবথেকে কম শক্তিশালী দশটি দেশের তালিকা। এগুলি হল: ভুটান, মলডোভা, সুরিনেম, সোমালিয়া, বেনিন, লিবেরিয়া, বেলিজে, সিয়েরা লিওনে, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, আইসল্যান্ড।

ইজরায়েলি হামলায় দুই পণবন্দির মৃত্যু, দাবি হামাসের

প্রতিবেদন : ১০০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ থামার লক্ষণ নেই। উল্টে পারস্পরিক দোষারাপ চালাচ্ছে ইজরায়েল ও হামাস। এই পরিস্থিতির মাঝে এবার হামাসের তরফে ভিডিও প্রকাশ করে জানানো হল, ইজরায়েলের বোমা হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২ পণবন্দির। এর পাল্টা ইজরায়েলের দাবি, মিথ্যা বলছে হামাস। যে বিল্ডিংয়ে তাঁদের রাখা হয়েছিল সেটিকে নিশানা করা হয়নি।

সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, সোমবার ভিডিও প্রকাশ করে দুই পণবন্দির দেহ দেখায় হামাস জঙ্গিরা। দাবি করা হয়, ইজরায়েলের হামলায় প্রাণ হারিয়েছে তারা। এদিনের ভিডিওটিতে নোয়া আরগামনি (২৬) এক মহিলা পণবন্দিকে বলতে শোনা যায়, ইজরায়েলি বাহিনীর হামলায় মৃত্যু হয়েছে দুজন পণবন্দির। ওই মহিলাকে শনাক্ত করেছে ইজরায়েলের

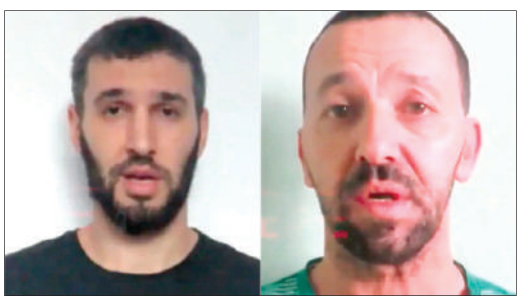

সংবাদমাধ্যম। রবিবার হামাস জানিয়েছিল, গাজায় বোমা ফেলছে ইজরায়েলি সেনা। যে কারণে কয়েকজন পণবন্দির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি হুমকি দেওয়া হয়েছিল, গাজায় যদি আক্রমণ শানানো বন্ধ না করা হয় তাহলে বাকি পণবন্দিদের মেরে ফেলা হবে। এদিকে ভিডিওতে যে দুই পণবন্দির দেহ দেখানো হয়, জানা গিয়েছে তাঁরা হলেন ইয়োসি শারাবি (৫৩) এবং ইটাই সভিরস্কি (৩৮)। এদিকে নিজেদের ছোড়া বোমায় নিজের দেশের নাগরিকের মৃত্যুতে উদ্বেগ বাড়ছে ইজরায়েলের। পণবন্দিদের পরিজনের চাপ প্রবল হচ্ছে নেতানিয়াহু সরকারের উপর। যদিও চাপের মুখে ইজরায়েল সরকার হামাসের দাবিকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছে, হামাস মিথ্যা বলছে। যে বিল্ডিংয়ে তাঁদের রাখা হয়েছিল সেটিকে নিশানা করা হয়নি। সেখানে বাহিনী কোনও হামলা চালায়নি।

উত্তরাখণ্ডের বাজপুর কালাদগুঙ্গি রোডের উপর অবস্থিত খুরপাতাল। এই অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের জলের রং ক্ষণে-ক্ষণে বদলায়। নৈনিতাল বেড়াতে গেলে ঘুরে আসতে পারেন

হাতছানি দেয় ডিমনা

পাহাড়, নদী, জঙ্গল মিলিয়ে এক অপরূপ জায়গা ডিমনা। আছে স্বচ্ছ জলের লেক। এখানকার সৌন্দর্য দেখে অনেকেই বলেন ‘মিনি সুইজারল্যান্ড’। কলকাতা থেকে খুব দূরে নয়। ঝাড়খণ্ডে। শীতের মরশুমে সপরিবারে ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

বেড়ানোর প্রতি বাঙালির আজন্ম প্রেম। যে কোনও সময় তল্পিতল্পা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে ভালবাসে। বিশেষত শীতে কুয়াশার দিনে। তবে সবসময় দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। পারমিট করে না সময় এবং পকেট। তাই অনেকেই সন্ধান করেন কাছাকাছি জায়গার। যেখানে দু-এক দিনের জন্য টুক করে ঘুরে আসা যায়। এইভাবেই কেউ কেউ ব্যস্ত জীবনে কাজের ফাঁকে নিজেদের রিচার্জ করে নেন।

হাতে অল্প দিনের ছুটি? শীতের আমেজ গায়ে মেখে মন বেরিয়ে পড়তে চাইছে? চিন্তা নেই, কলকাতার কাছেই রয়েছে ডিমনা। পাহাড়, নদী, জঙ্গল মিলিয়ে এক অপরূপ জায়গা। অনেকেই বলেন ‘মিনি সুইজারল্যান্ড’। সপরিবারে ঘুরে আসতে পারেন।

একটা সময় ডিমনা ছিল বিহারের অন্তর্গত। বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে। রাঁচির মধ্যে পড়ে। তুষারাবৃত না হলেও আক্ষরিক অর্থেই চিরবসন্ত বিরাজ করে এই অঞ্চলে। মনোরম পরিবেশ। পা রাখলেই মনে হয়, বিদেশের থেকে কোনও অংশে কম নয়। বরফের মোহটুকু দূর করতে পারলে নিশ্চিন্তে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণের স্বাদ মিটিয়ে নেওয়া যায়।

ডিমনা পৌঁছালেই দেখতে পাওয়া যায় দলমা পাহাড়ের নিচে শায়িত রয়েছে বিশাল এলাকা জুড়ে কাচের মতো স্বচ্ছ জলের লেক। চারিদিক শুধুই সবুজ আর সবুজ। এই দৃশ্য যে পর্যটকদের মন কাড়তে বাধ্য, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউরোপের অনেক জায়গাকে হার মানাতে পারে নিমেষেই। দিতে পারে দশ গোল।

দলমা পাহাড় থেকে সমতলে হাতির দল নেমে আসার কথাও শোনা যায় প্রায়শই। আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশে জমে উঠতে পারে জমজমাট চড়ুইভাতি। সারাদিন হইহই, খাওয়াদাওয়া, সন্ধ্যায় ফেরা। তবে এখানেই শেষ নয়, বেশ কয়েকটি ঘোরার জায়গা রয়েছে ডিমনার আশেপাশেই। তার মধ্যে অন্যতম আসানবনি।

আসানবনি দলমা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট একটি জনপদ। গরম ছাড়া বছরের যে কোনও সময়েই যাওয়া যায়। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মনোরম পরিবেশ কর্মব্যস্ত জীবনে দু-দণ্ড শান্তির ঠিকানা হয়ে উঠতেই পারে। আসানবনি থেকে সূর্যোদয়ের অপরূপ দৃশ্য দেখতে ভালই লাগে। আদিবাসী গ্রাম ঘুরে, সেখানকার সহজ জীবনযাপনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে মনের মধ্যে ছুঁয়ে যায় অন্য রকমের আনন্দ, অনন্ত প্রশান্তি। এখানে বহু নবদম্পতি মধুচন্দ্রিমায় আসেন। নির্জন নিরিবিলি প্রকৃতির মধ্যে কাটিয়ে যান কয়েকটা দিন। পাহাড়ের ধাপ কেটে বানানো সর্পিল মসৃণ রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়জনের সঙ্গে হারিয়ে যেতে মন্দ লাগে না।

আসানবনি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দলমা পাহাড়। সকালে জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন জঙ্গলভ্রমণে। শুনতে পাবেন পাখির কিচিরমিচির। অভয়ারণ্যে হাতি এবং হরিণের সংখ্যাই বেশি। তবে ভালুক এবং চিতাবাঘের ভয়ও রয়েছে। তাই অবলম্বন করতে হবে সতর্কতা। জঙ্গলে প্রবেশ করতে গেলে আগে থেকে যাবতীয় নথি এবং পরিচয়পত্র জমা দিয়ে অনুমতি নিতে হয়। ফলে সমস্তকিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ঘুরে আসা যায় স্থানীয় জয়দা মন্দির থেকে। এখানকার আরাধ্য দেবতা শিব। দেবাদিদেব মহাদেব। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তি, টুসু পরব উপলক্ষে বসে জমজমাট মেলা। চলে টানা কয়েকদিন। প্রচুর লোকসমাগম হয়। পাওয়া যায় রকমারি জিনিসপত্র। বহু মানুষ মন্দিরে পুজো দেন।

কাছেই রয়েছে সাঁইবাবার মন্দির। সেখানেও ঘুরে আসা যায়। কাটিয়ে আসা যায় দিনের বেশ কিছুটা সময়। বিকেলটা রাখতে হবে চান্ডিল বাঁধের জন্য। আসানবনি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই বাঁধে নৌকাবিহার উপভোগ করার মতো। মনের মধ্যে জন্ম নেবে সিনেমার ফিলিংস। তবে তার আগে যদি পাশের জাদুঘরটি থেকে ঘুরে আসতে পারেন তা হলে এই অঞ্চলটি সম্পর্কে অনেক পুরনো ইতিহাস জানতে পারবেন। নিজেদের গাড়ি না থাকলেও অসুবিধে নেই। যে হোটেলে থাকবেন, সেখানে বলে রাখলে তাঁরাই গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন। হাতছানি দিয়ে ডাকছে ডিমনা? শীতের মরশুমে চটপট বেরিয়ে পড়ুন। দূর হয়ে যাবে শরীর ও মনের ক্লান্তি।

জয়দা মন্দির

কীভাবে যাবেন?

ডিমনা ভ্রমণের জন্য আগে থেকে টিকিট বুকিং-এর প্রয়োজন নেই। স্টেশনে এসে টিকিট কেটে হাওড়া থেকে টাটানগরগামী যে কোনও ট্রেনে চেপে পড়লেই হল। ট্রেন আছে খড়্গপুর থেকেও। এরপর জামশেদপুরে নেমে সেখান থেকে সরকারি, বেসরকারি বাসে অথবা ভাড়া গাড়িতে সহজেই ডিমনা পৌঁছে যাওয়া যায়। পাশাপাশি সড়কপথে নিজের গাড়ি নিয়েও যেতে পারেন যে কেউ। সেজন্য বোম্বে রোড, খড়্গপুর রোড, জাতীয় সড়ক ১৬, ১৮ দিয়ে টাটানগর পৌঁছাতে হবে।

কোথায় থাকবেন?

ডিমনায় পাহাড়ি পাদদেশে প্রচুর হোটেল, রেস্টুরেন্ট, হোমস্টে পেয়ে যাবেন। স্থানীয়দের আতিথেয়তায় ভাল হয়ে যাবে মন। আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভাল। তাহলে আর টেনশন থাকবে না। সবুজ প্রকৃতির কোলে সপরিবারে হেসেখেলে দিন দুই দিন কাটিয়ে দিতে পারেন।

মাঠে ময়দানে
18 January, 2024 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওড়িশাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে যুব লিগের মূলপর্বে মোহনবাগান

উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে অগ্নিপরীক্ষা ভারতের

স্টিমাচের অস্ত্র আজ আক্রমণ

দোহা, ১৭ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের রক্ষণাত্মক কৌশল বদলে বৃহস্পতিবার এএফসি এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক রণনীতি নিচ্ছেন ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ। উজবেকিস্তান অস্ট্রেলিয়া না হলেও ফিফা র‍্যা স্কিংয়ে ৬৮ নম্বরে থাকা দলটির বিরুদ্ধে ভারত ছ'বারের সাক্ষাতে কখনও জিততে পারেনি। মুখোমুখি সাক্ষাতে চারবারই জিতেছে উজবেকিস্তান। বাকি দু'বার ম্যাচ অমীমাংসিত থাকে। উজবেকেরা যথেষ্ট শক্তিশালী দল। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে তারা সিরিয়ার বিরুদ্ধে জিততে না পারায় ভারতের বিরুদ্ধে মরিয়া থাকবে। চাপ সামাল দিয়ে পাল্টা আক্রমণে তিন পয়েন্ট তোলার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামতে চায় স্টিমাচের ভারত। তার জন্য দলে কয়েকটি পরিবর্তন এনে আক্রমণাত্মক মানসিকতার প্লেয়ারদের খেলাতে চান সুনীল ছেত্রীদের কোচ।

জয় না এলেও উজবেকদের রুখে এক পয়েন্টও নক আউট পর্বে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখবে সুনীলদের। এখনও পর্যন্ত গ্রুপ ওপেন রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া (৩ পয়েন্ট) ছাড়া গ্রুপ 'বি'-র বাকি তিনটি দলের কাছেই সুযোগ রয়েছে শেষ ষোলোয় যাওয়ার। বৃহস্পতিবারের ম্যাচের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ম্যাচের আগের দিন স্টিমাচ বলেছেন, ''আমরা আরও বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবলারকে খেলাতে চাইছি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যেটা আমরা দেখেছি, বল ক্লিয়ার করা ছাড়াও দুই প্রান্ত ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। প্রথমার্ধে এটা করতে পারলেও আমরা দ্বিতীয়ার্ধে সেটা পারিনি।''

প্র্যাকটিসে ফুটবলারদের নিয়ে ক্লাস স্টিমাচের। দোহায় বুধবার।

এশিয়ান কাপে আজ
ভারত বনাম উজবেকিস্তান
(দোহা, রাত ৮টা, সরাসরি স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে)

স্টিমাচ আরও বলেন, ''সাহাল আব্দুল সামাদ এখনও ফিট নয়। ও খেলতে পারবে না। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের পর দু'জন প্লেয়ারের কিছু সমস্যা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আমরা কী দল খেলাব সেটা দেখতে হবে।'' যোগ করেন, ''এটা আমাদের জন্য খুব বড় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচ ছেলেদের জন্য একটা অভিজ্ঞতা ছিল। এবার আরও একটা কঠিন লড়াই আমাদের কাছে। উজবেকিস্তান খুব লড়াকু দল। যেহেতু ওরা প্রথম ম্যাচ জিততে পারেনি, তাই শুরু থেকে আমাদের চাপে রাখার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। আমরা এই সুযোগটা নেওয়ার জন্য তৈরি। আমাদের মানসিকতাই হচ্ছে, কঠিন ম্যাচ জিতে তিন পয়েন্ট ঘরে তোলা।''

অনিরুদ্ধ থাপা, ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ, নাওরেম মহেশ সিং, রাহুল কেপিরা শুরু থেকে খেলতে পারেন। আকাশ মিশ্রর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে বড় ভুল করা গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধুর জায়গায় খেলার সম্ভাবনা অমরিন্দর সিংয়ের। সাংবাদিক বৈঠকে এসে অমরিন্দর বলেছেন, ''আমরা সিরিয়ার বিরুদ্ধে উজবেকিস্তানের খেলা পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী তৈরি হয়েছি। নতুন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আমরা।''

কাল সুপার কাপ ডার্বি

মেজাজে কুয়াদ্রাত, খাটছেন হাবাস

খোশমেজাজে কুয়াদ্রাত।

প্রতিবেদন : মরশুমের শুরুতে ডুরান্ড কাপের প্রথম ডার্বি জিতে বড় ম্যাচ না জেতার দীর্ঘ চার বছরের খরা কাটিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে অবশ্য মোহনবাগান হারিয়ে দেয় তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে। ছবিটা অবশ্য বদলে গিয়েছে। এএফসি কাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়, আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিকের পর মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো দায়িত্ব ছেড়েছেন। দলের টিডি অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস ফিরেছেন সবুজ-মেরুনের কোচের দায়িত্বে। ভুবনেশ্বর পৌঁছে দলের ভুলত্রুটি শোধরানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন হাবাস। মোহনবাগান সুপার কাপে গ্রুপের প্রথম দু'টি ম্যাচ কোনও রকমে জিতেছে। দলের রক্ষণের ফাঁকফোকর প্রকট। বুধবার অনুশীলনে রক্ষণ মেরামতির কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকেন দিমিত্রি পেত্রাতোসদের নতুন হেড স্যর। ডিফেন্সিভ ব্লকার হিসেবে ব্রেন্ডন হ্যামিলকে খেলাতে পারেন হাবাস। অনুশীলনে এই পজিশনে অস্ট্রেলীয় ডিফেন্ডারকে খেলিয়ে দেখে নিচ্ছেন স্প্যানিশ কোচ। পাশাপাশি জুনিয়রদের নিয়েও অনেকটা সময় কাটাচ্ছেন নতুন কোচ। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য ডার্বির মহড়ায় নেমে খোশমেজাজে। কোচ, ফুটবলাররা দারুণ আত্মবিশ্বাসী। মেজাজে রয়েছেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। অনুশীলনের ফাঁকে ফুটবলারদের সঙ্গে খুনসুটিতেও মেতে উঠছেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ বস। বড় ম্যাচের আগে জেভিয়ার সিভেরিও গোল পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে দলে। রক্ষণে ভরসা দিচ্ছেন হিজাজি মাহের। ড্র করলেই সুপার কাপের শেষ চারে উঠবে লাল-হলুদ। তবে ইস্টবেঙ্গল কোচ চান, জিতেই নক আউট নিশ্চিত করতে।

ড্র বাংলার

প্রতিবেদন : সি কে নাইডু ট্রফিতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ড্র করল অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলার ছেলেরা। প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েছিল হরিয়ানা। দ্বিতীয় ইনিংসে ফলো অন করে সাত উইকেট হারিয়ে বাংলা করে ১৬৬ রান। লড়াকু ইনিংস খেলেন সায়ন বিশ্বাস, আরিন রায়, প্রয়াস রায় বর্মন এবং চন্দ্রহাস দাস। প্রথম ইনিংসে বাংলার হয়ে দেবপ্রতিম হালদার ছয়টি উইকেট নিলেও বড় রান করা থেকে হরিয়ানাকে আটকাতে পারেননি বাকি বোলাররা। হরিয়ানা তোলে ৪৪৫ রান। জবাবে ২০২ রানেই শেষ হয়েছিল বাংলার ইনিংস।

কন্যাশ্রী কাপ চ্যাম্পিয়ন শ্রীভূমি স্পোর্টস ক্লাবের ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিচ্ছেন মন্ত্রী সুজিত বসু। বুধবার ময়দানের এয়ারলাইন্স ক্লাব তাঁবুতে।

যুবভারতীতেই হকির অ্যাস্ট্রোটার্ফ

বেটন কাপ নিয়ে গুরবক্স-ভেস পেজ।

প্রতিবেদন : বাংলা তথা ভারতীয় হকির জন্য সুখবর। রাজ্য সরকারের তৎপরতায় অবশেষে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে নতুন হকি স্টেডিয়ামে অ্যাস্ট্রোটার্ফ বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। শুক্রবার ১৯ জানুয়ারি সল্টলেক সাইয়ের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে ২০টি দলকে নিয়ে ১২৫তম বেটন কাপ শুরু হচ্ছে। ২৮ জানুয়ারি শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্টের ফাইনাল। বেটন শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে যুবভারতীতে নির্দিষ্ট হকি মাঠে অ্যাস্ট্রোটার্ফ বসানোর কাজ শেষ হওয়ার কথা। যুবভারতীর পাশাপাশি হাওড়ার ডুমুরজলা স্পোর্টস কমপ্লেক্সেও বসছে হকির অ্যাস্ট্রোটার্ফ। ৭ ফেব্রুয়ারি যুবভারতীর টার্ফ পরিদর্শনে আসতে চান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মন্ত্রী নিজেই কাজ শেষ করার জন্য চূড়ান্ত সময়সীমা দিয়েছেন হকি বেঙ্গলকে। বুধবার বেটন কাপ আয়োজন নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন হকি বেঙ্গলের সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই হকি অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিং ও ভেস পেজকে পাশে নিয়ে তিনি বলেন, ''অ্যাস্ট্রোটার্ফ বসানোর কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা যুবভারতী ও হাওড়ার মাঠে বড় হকি টুর্নামেন্ট আয়োজন করব। বাংলার হকির উন্নতিতে এটা বড় পদক্ষেপ।'' রাজ্য সরকার ও বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার উদ্যোগে বাংলা জোড়া অ্যাস্ট্রোটার্ফের মাঠ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত গুরবক্স ও সিনিয়র পেজ।

ইডেনে সবুজ পিচে মনোজরা

প্রতিবেদন : রঞ্জি ট্রফির প্রথম দু'টি অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলা। শুক্রবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে ঘরের মাঠে মনোজ তিওয়ারিদের নতুন লড়াই ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে। ইডেনে বুধবার প্রস্তুতি সারে বাংলা। একটি জয়-সহ ছত্তিশগড় দুই ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে এলিট গ্রুপ 'বি'-তে দ্বিতীয় স্থানে। বাংলা সেখানে চতুর্থ স্থানে। নক-আউট পর্বে যেতে হলে বাকি পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে সরাসরি জয় প্রয়োজন। ঘরের মাঠে চেনা পরিবেশের সুবিধা নিতে মরিয়া বঙ্গ ব্রিগেড। মুকেশ কুমার, আকাশ দীপের অনুপস্থিতিতেও মহম্মদ কাইফ, সুরজ জয়সওয়াল, ঈশান পোড়েলকে নিয়ে গড়া বাংলার পেস আক্রমণ ভরসা দিচ্ছে। তাই ইডেনেও ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে সবুজ উইকেটে খেলবে বাংলা। তিন পেসারের সঙ্গে এক স্পিনার কমিয়ে বাড়তি একজন ব্যাটার খেলাতে পারে দল। সেক্ষেত্রে দুই স্পিনার করণ লাল ও প্রদীপ্ত প্রামানিকের মধ্যে একজন খেলতে পারেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবার নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে শাহবাজ আহমেদের চোট নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ছে। তাঁর চোটের পরিস্থিতি জানতে ক্রিকেটারটির সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারছে না সিএবি।

টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে চান শামি

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : ২৪ উইকেট নিয়ে গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সেরা বোলার তিনি। গোড়ালির চোটের কারণে বিশ্বকাপের পর আর ভারতের হয়ে মাঠে নামতে পারেননি মহম্মদ শামি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম দু'টি টেস্টের দলেও নেই তারকা পেসার। তবে সিরিজের বাকি তিন টেস্টের জন্য ফিট হয়ে যেতে পারেন তিনি। কিন্তু আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে কি তাঁকে খেলতে দেখা যাবে? শামি সাফ জানিয়ে দিলেন, আইপিএলে ভাল খেললে তাঁর বিশ্বকাপ দলে থাকা উচিত। ২০২১ সালের পর টি-২০ ফরম্যাটের জন্য শামিকে আর ভাবা হয় না। জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে তরুণ পেসারই খেলেন। হার্দিক পান্ডিয়ার মতো অলরাউন্ডার তৃতীয় সিমারের দায়িত্ব সামলান। এখন হার্দিক চোটের কবলে থাকায় পেসার-অলরাউন্ডার শিবম দুবে সেই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ শামি কি ফিরতে পারবেন ছোট ফরম্যাটের বিশ্বকাপ টিমে? দারুণ আশাবাদী তারকা পেসার। শামি বললেন, ''টি-২০ বিশ্বকাপের আগে এখনও অনেক সময় আছে হাতে। তার আগে আইপিএল রয়েছে। যারা আইপিএলে ভাল খেলবে, তাদের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়া উচিত। কম্বিনেশনের ভিত্তিতে দল নির্বাচন করা উচিত। আমি যদি আইপিএলে ভাল খেলি, তাহলে আমার বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ পাওয়া উচিত। কে বিশ্বকাপ খেলতে চায় না বলুন তো?''

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

18 January, 2024 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৮ জানুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

তেমন হলে ব্যাগ গুছিয়ে চলে যাব, ফুটবলারদের সঙ্গে সংঘাতের খবর ওড়ালেন বার্সা কোচ জাভি

চাপে জেরেভ

■ **মেলবোর্ন :** অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলছেন। তবে জার্মান টেনিস তারকা আলেকজান্ডার জেরেভ কোর্টের বাইরের সমস্যায় জেরবার। তাঁর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন বান্ধবী। অভিযোগ প্রমাণ হলে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে পারেন জেরেভ। তবে তদন্ত শুরু হলেও জেরেভকে এখনই আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে না। তাঁর আইনজীবী জেরেভের হয়ে সওয়াল করতে পারবেন। তবে এই মামলা নিয়ে কোনও কথা বলতে রাজি নন জার্মান টেনিস তারকা। তাঁর বক্তব্য, ''আমি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। কারণ এটি বিচারাধীন বিষয়।'' জেরেভের আইনজীবী ইতিমধ্যেই বার্লিনের এক চিকিৎসকের দেওয়া ফরেন্সিক রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছেন। তাঁর দাবি, অভিযোগকারীর পেশ করা প্রমাণগুলিকে অবোধ্য এবং পরস্পরবিরোধী বলে খারিজ করেছে ফরেন্সিক রিপোর্ট।

আশায় আর্চার

■ **লন্ডন :** টি-২০ বিশ্বকাপে জোফ্রা আর্চারকে পাওয়া নিয়ে আশাবাদী ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। গতবছর আইপিএল চলাকালীন ডান হাতের কনুইয়ে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ড পেসার। সেই চোটের কারণে এখনও মাঠের বাইরে রয়েছেন তিনি। তবে ইংল্যান্ডের আশা, কুড়ির বিশ্বকাপে সম্পূর্ণ চোটমুক্ত আর্চারকে পাওয়া যাবে। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন আর্চার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবারের আইপিএলে ছেড়ে দিয়েছে তাঁকে। এই প্রসঙ্গে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ডিরেক্টর রব কি বলেছেন, "আর্চার প্রতিভাবান। চোট নিয়ে আর্চার খেলুক সেটা আমরা চাইনি। তাই ওর আইপিএল খেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।" সম্প্রতি বোর্ডকে লুকিয়ে ছোটবেলার স্কুলের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন আর্চার।

বিতর্কে উষা

■ **নয়াদিল্লি :** বিতর্কে জড়ালেন জাতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি পিটি উষা। ফেডারেশনের সদস্যরাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন, রঘু আইয়ারকে আইওএ'র সিইও হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য পিটি উষা তাঁদেরকে চাপ দিয়েছেন। যেটা নীতির মধ্যে পড়ে না। ৬ জানুয়ারি আইয়ারের যোগদান প্রসঙ্গে অফিসিয়াল বিবৃতি দিয়েছিলেন উষা। যেখানে ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জনই চিঠি দিয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন, অ্যাপেক্স কমিটি রাজস্থান রয়্যালসের প্রাক্তন প্রধানের যোগদানের কোনও অনুমোদনই দেয়নি। এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্যরা আরও অভিযোগ করেছেন যে, পিটি উষা নিজেই আইয়ারের বেতন নিশ্চিত করে ফেলেছেন। যদিও এইসব অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে উষা বলেছেন, "সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রঘু আইয়ারকে বেছে নেওয়া হয়েছে।"

চার সেটের লড়াইয়ে বাজিমাত জকোর

লড়ে জয়। স্বস্তি পেলেন জকোভিচ।

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারি : প্রত্যাশা মতোই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন শীর্ষ বাছাই নোভাক জকোভিচ। তবে ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সার্ব তারকাকে বুধবার রড লেভার এরিনায় কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেছিলেন অবাছাই আলেক্স পপিরিন। শেষ পর্যন্ত চার সেটের লড়াই ৬-৩, ৪-৬, ৭-৬(৭/৪), ৬-৩ ফলে অস্ট্রেলীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করেন জকো।

প্রথম সেটের শুরুতে দু'জনেই নিজেদের সার্ভিস ধরে রেখেছিলেন। তবে সপ্তম গেমে পপিরিনের সার্ভিস ব্রেক করেন জকোভিচ। সেটও জিতে নেন। দ্বিতীয় সেটেও ছবিটা বদলায়নি। জকোর সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিচ্ছিলেন অস্ট্রেলীয় তরুণ। একটা সময় জকোভিচের সার্ভিস ভেঙে সেট জিতে ম্যাচ ১-১ করে দেন পপিরিন। তৃতীয় সেটেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও, টাইব্রেকারে সেট জিতে নেন জকো। এরপর চতুর্থ সেট সহজেই জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন।

ম্যাচের পর তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে জকোভিচ বলেন, ''কঠিন একটা ম্যাচ জিতলাম। পপিরিন দুর্দান্ত খেলেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেটে ও আমাকে চাপে ফেলে দিয়েছিল। একটা সময় সেট পয়েন্টেও পৌঁছে যায়। তবে একটা বাজে শট ওকে ডোবাল। চতুর্থ সেটে আমি ছন্দে ফিরেছিলাম। তবে এটা আমার সেরা ফর্ম নয়। আরও অনেক উন্নতি করতে হবে।'' জকোভিচের মতোই এদিন লড়ে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন স্টেফানোস সিসিপাসও। তিনি অস্ট্রেলিয়ার জর্ডন থম্পসনকে ৪-৬, ৭-৬(৮/৬), ৬-২, ৭-৬(৭/৪) সেটে হারিয়েছেন। মেয়েদের সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন এরিনা সাবালেঙ্কা। তিনি ৬-৩, ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন ব্রেন্ডা ফ্রুভিতোভাকে। খেতাবের আরেক দাবিদার কোকো গফ ৭-৬(৭/২), ৬-২ সেটে ক্যারোলিন ডলেহাইডকে হারিয়েছেন।

গুরু আনন্দকে টপকে একে প্রজ্ঞা

অভিনন্দন জানালেন শচীন

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : বিশ্বনাথন আনন্দের বর্তমান ফিডে রেটিং ২৭৪৮। টিনএজার প্রজ্ঞানন্দের ২৭৪৮.৩। ফিডের সর্বশেষ ক্রমতালিকা থেকে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু এতে যেটা হয়েছে, প্রজ্ঞানন্দ পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও মেন্টর আনন্দকে টপকে গিয়েছেন। ভারতীয় দাবার ইতিহাসে এর আগে গুকেশ আনন্দকে টপকে গিয়েছিলেন। দাবার দেশজ র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন শীর্ষে প্রজ্ঞানন্দ। দুইয়ে কিংবদন্তি আনন্দ।

উইক জি-তে টাটা স্টিল মাস্টার্স দাবায় খেলছিলেন দক্ষিণী দাবাড়ু। সেখানে তিনি চতুর্থ রাউন্ডে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে হারিয়েছেন। এতেই রেটিং বেড়ে আনন্দেরও আগে চলে এসেছেন প্রজ্ঞানন্দ। আরও একটি কীর্তি স্থাপন করেছেন তিনি। আনন্দের পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় দাবাড়ু যিনি ক্ল্যাসিক্যাল চেসে কোনও বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারালেন। প্রজ্ঞানন্দ কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলে শুরু থেকেই ডিংকে চাপে রেখেছিলেন। প্রথম তিন রাউন্ডে পরপর ড্র করার পর এটি তাঁর প্রথম জয়। ২০২৩-এও এই জানুয়ারিতে প্রজ্ঞানন্দ ডিংকে হারিয়েছিলেন। ডিং তখন বিশ্বের দু'নম্বর ছিলেন। প্রতিযোগিতায় অন্য ম্যাচে ভারতীয় দাবাড়ু গুকেশ হেরে গিয়েছেন আনিস গিরির কাছে।

দুর্দান্ত এই সাফল্যের জন্য প্রজ্ঞানন্দকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শচীন তেন্ডুলকর। এক্স হ্যান্ডেলে শচীন লিখেছেন, ''বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে হারানোর জন্য প্রজ্ঞানন্দকে অভিনন্দন। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ভারতের এক নম্বর দাবাড়ুর সম্মান। এভাবেই দেশকে গর্বিত করে আরও সামনের দিকে এগিয়ে চলো।''

তিনেই ব্যাট করুক বিরাট : ডি'ভিলিয়ার্স

টি-২০ বিশ্বকাপ

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপে তিন নম্বরই বিরাট কোহলির জন্য আদর্শ ব্যাটিং স্লট। এমনটাই মনে করেন এবি ডি'ভিলিয়ার্স।

এক সাক্ষাৎকারে ডি'ভিলিয়ার্স বলেছেন, "অনেকেই বিরাটের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে কথা বলছে। ওকে দিয়ে ওপেন করানোর কথাও উঠছে। কিন্তু আমি বলব তিনে নামুক বিরাট। আমার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা থাকলে এই তিনে ব্যাট করা বিরাটই ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কাঁটা। তিনে নেমে মিডল অর্ডার এবং টেলএন্ডারদের সঙ্গেও জমিয়ে ইনিংস গড়ত বিরাট, যা নিয়ে আমরা ভয়ে থাকতাম।"

বিরাট তিনে কেন সেরা তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ডিভিলিয়ার্স। তিনি বলেছেন, "যখন নতুন বলে বিরাট ওপেন করতে নামে ওর গড় থাকে ২৩। আর স্ট্রাইক রেট থাকে ১৩৮। অন্যদিকে, তিনে নেমে বিরাটের গড় বেড়ে হয়ে যায় ১৪০। স্ট্রাইক রেট হয় ১৭৩।" ডিভিলিয়ার্স যোগ করেছেন, "এই তিন নম্বরে ব্যাট করেই বিরাটের অনেক ম্যাচ জেতানো ইনিংস রয়েছে। টি-২০ ক্রিকেটে এই পজিশনে ওর ব্যাটিং গড় ৫৫, স্ট্রাইক রেট ১৩৫। তাছাড়া নন স্ট্রাইকার প্রান্তে থেকে বাকি ব্যাটারদের স্বাধীনভাবে খেলার জন্য উৎসাহ দিয়ে যায় ও।"

এগোলেন সাত্ত্বিকরা

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে জয় দিয়ে অভিযান শুরু সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠির। ভারতীয় জুটি সদ্য মালয়েশিয়া ওপেনে রানার্স আপ হয়েছেন। সেই ফর্ম ইন্ডিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচেও ধরে রাখলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি। বুধবার চিনা তাইপের জুটিকে ২১-১৫, ১৯-২১, ২১-১৬ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন সাত্ত্বিকরা। তবে এদিনই পুরুষদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। তিনি ২২-২৪, ১৪-২১ গেমে চিনা শাটলার লি চুক ইয়ুনের কাছে হেরে যান। এই নিয়ে টানা সাতটি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন শ্রীকান্ত। মেয়েদের ডাবলসেও হতাশ করেছেন ভারতীয় জুটি অশ্বিনী পোনাপ্পা ও তানিশা ক্রিস্টো। থাইল্যান্ডের জুটির বিরুদ্ধে লড়াই করেও ৫-২১, ২১-১৮, ১১-২১ গেমে হেরে যান তাঁরা।

বিদায়বেলায় সমর্থকদের আবেগঘন বার্তা মোরিনহোর

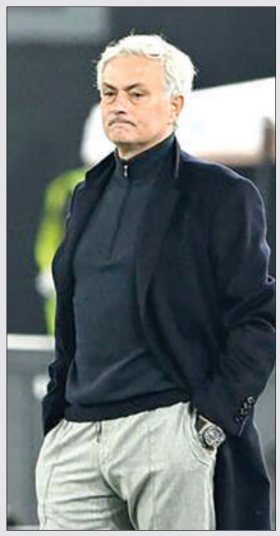

রোম, ১৭ জানুয়ারি : দু'বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা ম্যানেজার তিনি। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্পোর্টস বড় নির্মম। ফল না দিলে ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধা করে না!

হোসে মোরিনহো তাহলে আর কী করতে পারেন। তিনি রোমা বিদায়ের পর তাই সোশ্যাল মিডিয়াকেই মনের কথা জানাতে বেছে নিলেন। আড়াই বছরে ক্লাব সমর্থকদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, এটা তার প্রতিদান। তিনি সমর্থকদের সঙ্গে আনন্দের নানা মুহূর্তের ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, সুইট, ব্লাড, টিয়ারস, জয়, স্যাডনেস, লাভ, ব্রাদার্স, হিস্ট্রি, হার্ট, ইটারনিটি।

শেষ ছয় ম্যাচে রোমা মাত্র একটি ম্যাচ জিতেছিল। কোপা ইতালিয়াতেও লাজিওর কাছে হেরে বিদায় নেয় তারা। ফলে যা হওয়া নিয়ে জল্পনা ছিল সেটাই হয়েছে। মঙ্গলবার তুখোড় ফুটবল মস্তিষ্ক বলে পরিচিত মোরিনহোকে বিদায় জানিয়েছে রোমা। প্রখর ব্যক্তিত্বের পর্তুগিজ ম্যানেজার তাই সোশ্যাল মিডিয়াতেই মনের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর জায়গায় এবার ক্লাবের হাল ধরবেন প্রাক্তন অধিনায়ক ড্যানিয়েল রোসি। তিনি বলেছেন, ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়ায় গর্বিত। রোসি রোমার হয়ে ৬১৬টি ম্যাচ খেলে গোল করেছেন ৬৩টি। ক্লাবের হয়ে কোপা ইতালিয়া, সুপারকোপা সবই জিতেছেন তিনি।

১২ ধাপ এগিয়ে টি-২০ বোলারদের তালিকার পাঁচ নম্বরে উঠে এলেন অক্ষর প্যাটেল

রোহিত-বিক্রমেও জয় সুপার ওভারে

ভারত ২১২/৪ (২০ ওভার)
আফগানিস্তান ২১২/৬ (২০ ওভার)
(সুপার ওভারে জয়ী ভারত)

বেঙ্গালুরু, ১৭ জানুয়ারি : চিন্নাস্বামীতে বুধবার এক টিকিটে তিনটি ম্যাচ দেখলেন দর্শকরা! প্রায় মধ্যরাতে রুদ্ধশ্বাস নাটক দেখলেন তাঁরা। আইপিএলে এমন সুপার ওভার দেখেছে ক্রিকেট। এদিন প্রায় সেরকমই হয়েছিল ভারত-আফগান টি-২০ ম্যাচে।

শেষমেশ স্কোরবোর্ড হল এইরকম,
ভারত ২১২/৪ ও আফগানিস্তান ২১২/৬। ম্যাচ টাই।
এরপর একজোড়া সুপার ওভার।

১৬/১ ও ১৬/০ এবং ১১/১ ও ১/২। বিষয়টা এই, মূল ম্যাচ টাই হওয়ার পর প্রথম সুপার ওভারও টাই। এরপর ভারত এক ওভারে ১১/১ তোলার পর আফগানিস্তান ১ রান তুলতেই ২ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ হেরে যায়। ফলে টি-২০ সিরিজ ৩-০-তে জিতেছে ভারত। এটা হোয়াইটওয়াশও।

একসময় ১৮ বলে ৫০ রান তুলে দেওয়ার পর বিপজ্জনক দেখাচ্ছিল গুলবদন ও নবির জুটিকে। তখন ২৫ বলে দরকার ৫২ রান। নবি (৩৪) বেশি সাহসী হয়ে পয়েন্টের উপর দিয়ে ওয়াশিংটনকে ওড়াতে গিয়ে ধরা পড়লেন লাইনের ধারে আবেশের হাতে।

আফগানিস্তানের অ্যাডভেঞ্চার অতঃপর শেষ বলে যারা ভেবেছিলেন, তাঁরা ভুল করলেন। শেষপর্যন্ত ম্যাচ গেল সুপার ওভারে। তারপর আর একটা সুপার ওভার। আফগানিস্তান জিতলে ইতিহাস হত। তারা কখনও টি-২০ ম্যাচে ভারতকে হারাতে পারেনি। এদিনও হল না। সুপার ওভারে রবি বিষ্ণোই দুই উইকেট নিয়ে তাদের সব আশায় জল ঢেলে দিলেন।

দুশো তাড়া করতে গেলে যেভাবে শুরু করতে হয়, সেটাই করেছিল আফগানিস্তান। ১১ ওভারে বিনা উইকেটে ৯৩ রান তুলে ফেলেছিল তারা। চাপের ব্যাপার তৈরি করে ফেলেছিলেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৫০) ও ইব্রাহিম জারদান (৫০)। শেষমেশ কুলদীপ দ্বিতীয় ওভারে, গুরবাজকে ফেরালেন। ওয়াশিংটন একেই লম্বা, সেই তাঁকেও লাফিয়ে উঠে ক্যাচটা নিতে হল। জারদানকে ফেরান ওয়াশিংটন। এরপর গুলবদন (৩২) ও নবির ক্যামিও আফগানিস্তানকে টাইয়ে পৌঁছে দ্রু হয়েছিল।

সেঞ্চুরির পর রোহিত। পাশে রিঙ্কু। বুধবার বেঙ্গালুরুতে।

চিন্নাস্বামীতে আগেই হারের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, যখন ভারত ১৮/০ থেকে ২২/৪ হয়ে গেল। নিজের আইপিএল মাঠে প্রথম বলেই বিরাট আউট হয়ে যাওয়ায় চাপ এসে পড়েছিল দলে। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচে শূন্য করা রোহিত শর্মা বিপদের সময় ঠিক দাঁড়িয়ে গেলেন। পঞ্চম উইকেটে রিঙ্কুকে সঙ্গে নিয়ে রোহিত জুড়লেন ১৮৮ রান। রোহিত ৬৯ বলে ১২১ নট আউট। রিঙ্কু ৩৯ বলে ৬৯ নট আউট। এই দু'জনের জন্য ভারত ৪ উইকেটে ২১২ করতে পেরেছে।

প্রত্যাশিতভাবেই দলে পরিবর্তন হল। সঞ্জু, আবেশ ও কুলদীপ এলেন জিতেশ, অর্শদীপ আর অক্ষরের জায়গায়। রোহিত বলে দিলেন, টসে জিতলে আগে ব্যাট করা তাঁর মাথায় ছিল। অনেকগুলি বক্সে টিক করেছে তাঁর দল। যা বাকি আছে করতে হবে। সামনে বিশ্বকাপ।

আফগানিস্তান চারটি পরিবর্তন করে নেমেছিল। খেলার আগে টিম হাডলে রশিদ খানকে দেখা গেল। তিনি খেলছেন না। কিন্তু দলের সঙ্গে আছেন। আইপিএলের সুবাদে ভারতের সব মাঠেই রশিদ অনেক খেলেছেন, ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার উপচে পড়ছে। সেসবই খেলা শুরু হওয়ার আগে সতীর্থদের বলছিলেন রশিদ।

তাতে ফরিদ আহমেদ অবশ্যই তেতেছিলেন। না হলে দ্বিতীয় ওভারে দুই বলে যশস্বী জয়সোয়াল (৪) ও বিরাট কোহলিকে (০) ফেরাবেন কী করে। ১৮/০ থেকে নিমেষে ১৮/২ ভারত। যশস্বী পুল মারতে গিয়ে বল নিচুতে রাখতে পারেননি। বিরাট গায়ের উপর আসা বলকে মিড অনের উপর দিয়ে ওড়াতে গিয়েছিলেন। বল জারদানের হাতে।

আফগানরা এই ম্যাচে বোলিংকে খোলনলচে বদল করেছিল। ফল মিলল হাতেনাতে। ফরিদ প্রথম দুটি উইকেট তুলে নেওয়ার পর ছিল ওমারজাইয়ের পালা। তিনি যখন শিবম দুবেকে (১) ফেরত পাঠালেন, ভারত ২১/৩। বিপদের তখনও বাকি। সঞ্জু বিরাটের মতোই ভুল করে আউট প্রথম বলে। সেই ফরিদ। বোর্ডে ভারত ২২/৪।

এখান থেকে দলকে শক্ত জমিতে নিয়ে যান রোহিত-রিঙ্কু। শেষ ওভারে করিম জন্নত দেন ৩৬ রান।

১৬ ছক্কায় নজির ফিনের

ডুনেডিন : বুধবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে বিধ্বংসী সেঞ্চুরি হাঁকালেন নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেন। তিনি মাত্র ৬২ বলে ১৩৭ রান করেন। কিউয়ি ওপেনারের ঝোড়ো ইনিংসে ছিল ১৬টি ছক্কা। যা টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড। ২০১৯ সালে আফগানিস্তানের হাজরাতুল্লাহ জাজাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৬টি ছক্কা হাঁকিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন। যা এদিন স্পর্শ করলেন ফিন। একই সঙ্গে ব্রেন্ডন ম্যাকালামের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। এতদিন টি-২০ ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলার নজির ছিল ম্যাকালামের দখলে। ২০১২ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১২৩ রান। যা টপকে গেলেন ফিন। তাঁর দাপটে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২২৪ রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বাবার আজমের (৫৮) হাফ সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৯ রানে আটকে যায় পাকিস্তান। ফলে ৪৫ রানে ম্যাচ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড। একই সঙ্গে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার সুবাদে পাঁচ ম্যাচের সিরিজও কিউয়িদের পকেটে। এদিকে, কোচ মহম্মদ হাফিজের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুটছে পাক শিবির। হাফিজ ক্রিকেটারদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন, যা একেবারেই পছন্দ নয় দলের অধিকাংশ সদস্যের।

ধোনির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

নয়াদিল্লি : এবার মহেন্দ্র সিং ধোনির বিরুদ্ধে পাল্টা মানহানির মামলা করলেন তাঁর প্রাক্তন ব্যবসায়িক সহযোগীরা। অর্ক স্পোর্টর্স ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড নামক সংস্থার দুই কর্ণধার মিহির দিবাকর এবং সৌম্যা দাস দিল্লি হাইকোর্টে অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন, ধোনি যাতে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করেন তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, "ধোনির দাবি ভিত্তিহীন। প্রমাণ ছাড়া সংবাদমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করলাম।" সম্প্রতি এই সংস্থার বিরুদ্ধে ১৫ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এনে রাঁচির আদালতে মামলা করেছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। তিনি জানিয়েছিলেন, মিহির এবং সৌম্যা চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ তাঁকে দেননি। এমনকী চুক্তি ভঙ্গ করে মিহির তাঁকে আপত্তিকর প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ করেছিলেন ধোনি।

ব্যর্থ স্মিথ, অ্যাডিলেড টেস্টে পেসারদের দাপট

অ্যাডিলেড, ১৭ জানুয়ারি : ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৮৮ রানে অল আউট করেও স্বস্তিতে নেই অস্ট্রেলিয়া। দিনের শেষে তাদের রান ২ উইকেটে ৫৯। টেস্টে প্রথমবার ওপেন করতে নেমে মাত্র ১২ রানে আউট স্টিভ স্মিথ। অ্যাডিলেডের সবুজ পিচে প্রথম দিনেই পড়ল ১২ উইকেট। যার মধ্যে ১১টিই নিয়েছেন জোরে বোলাররা।

টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্যাট কামিন্স। দুই ক্যারিবিয়ান ওপেনার তেজনারায়ণ চন্দ্রপল (৬) ও ক্রেগ ব্রেথওয়েটকে (১৩) আউট করে বিপক্ষ শিবিরে জোড়া ধাক্কা দেন কামিন্সই। ওই পরিস্থিতিতে একা কুম্ভের মতো লড়ে গেলেন কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা কার্ক ম্যাকেঞ্জি। চাপের মুখে ৯৪ বলে ৫০ রানের ঝকঝকে হাফ সেঞ্চুরি এল তাঁর ব্যাট থেকে। একটা সময় তো মাত্র ১৩৩ রানেই ৯ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে কেমার রোচের (অপরাজিত ১৭) সঙ্গে জুটি বেঁধে শেষ উইকেটে মূল্যবান ৫৫ রান যোগ করেন অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা শামার জোসেফ। তিনি শেষ পর্যন্ত ৪১ বলে ৩৬ করে নট আউট থেকে যান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে কামিন্স ও জস হ্যাজলউড চারটি করে উইকেট দখল করেন। একটি করে উইকেট পান মিচেল স্টার্ক ও নাথান লিয়ন।

রান পেলেন না স্মিথ।

ব্যাটের পর হাতেও চমক দিয়েছেন জোসেফ। ২৪ বছর বয়সি ক্যারিবিয়ান পেসার নিজের প্রথম বলেই তুলে নেন স্মিথকে। এরপর জোসেফের শিকার মার্নাস লাবুশেন (১০)। দিনের শেষে উসমান খোয়াজা ৩০ রানে এবং ক্যামেরন গ্রিন ৬ রানে ব্যাট করছেন। অস্ট্রেলিয়া এখনও ১২৯ রানে পিছিয়ে।

ভারতে জোড়া স্পিনারে বোলিং শুরুর ভাবনা

কার্তিকের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতি স্টোকসদের

আবু ধাবি, ১৭ জানুয়ারি : কাটা দিয়ে কাটা তুলতে চান বেন স্টোকসরা! ভারত সফরে তাদের জন্য যে ঘূর্ণি পিচের ফাঁদ পাতা থাকবে, সেটা ধরেই নিয়েছে ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট। আবু ধাবির শিবিরে তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। ব্যাটিং পরামর্শদাতা হিসাবে শিবিরে যোগ দিয়েছেন দীনেশ কার্তিক। ইংরেজ ব্যাটারদের তিনি টিপস দিচ্ছেন, ঘূর্ণি উইকেটে অশ্বিন-জাদেজা-অক্ষরদের কীভাবে সামলাতে হবে।

একই সঙ্গে প্রাক্তন ইংরেজ স্পিনার গ্রেম সোয়ান পড়ে রয়েছেন স্পিনারদের নিয়ে। জ্যাক লিচ, টম হার্টলি, রেহান আহমেদ ও শোয়েব বশির। এই চারজন স্পিনারের মধ্যে ভারতের মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে শুধু লিচের। বাকি তিনজনই তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। লেগস্পিনার রেহান মাত্র একটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। অন্যদিকে, বাঁ হাতি স্পিনার হার্টলি ও অফস্পিনার শোয়েবের এখনও টেস্ট অভিষেকই ঘটেনি। ভারতের মাটিতে শেষবার ইংল্যান্ড কোনও টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ২০১২-'১৩ মরশুমে। সেবার দলকে জেতাতে বল হাতে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন সোয়ান ও মন্টি পানেসার। এবার লিচদের কাছ থেকেও একই পারফরম্যান্স চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এমনকী, প্রয়োজনে পেসারের বদলে দুই স্পিনার দিয়েই বোলিং শুরু করার পরিকল্পনা তৈরি থাকছে। দলের অভিজ্ঞতম সদস্য জেমস অ্যান্ডারসন তো বলেই দিচ্ছেন, "ভারতের পিচে স্পিনারদের বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। এমনটাও হতে পারে যে, আমরা হয়তো জোড়া স্পিনার দিয়েই বোলিং শুরু করলাম। তবে সেটা উইকেটের চরিত্র এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।" টেস্টে ৬৯০ উইকেট নেওয়া অ্যান্ডারসন আরও বলেছেন, "ভারতের পিচে রিভার্স সুইং পেসারদের বড় অস্ত্র। বল পুরনো হলে এটা কাজে লাগবে। তবে মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে স্পিনারদের। লম্বা স্পেলে বোলিং করতে হবে। আমরা পেসাররা ওদের সাহায্য করবা জন্য থাকব।"